



আধুনিক যুগশ্রেষ্ঠিতে বুদ্ধবাণী-২
সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Prajna Dipti Bhante

আধুনিক যুগপ্রেক্ষিতে বুদ্ধবাণী

২য় খণ্ড

সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া

আধুনিক যুগপ্ৰেক্ষিতে বুদ্ধবাণী

২য় খণ্ড

Adhunik Jugaprekshite Buddhabanee

2nd Part

শ্রীসত্য প্রসন্ন বড়ুয়া

গ্রাম : ইদিলপুর, পো: বিনাজুরী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

বর্তমান ঠিকানা : উত্তরায়ন, ১৭ হেমসেন লেন, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়

শ্রী সবিতা বড়ুয়া

গ্রাম : ইদিলপুর, পো: বিনাজুরী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ

২০১০ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ

স্টার প্লাস কম্পিউটার, চেরাগীপাহাড়, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে

অন্তিকা প্রেস, আল ফাতেহ শপিং কমপ্লেক্স,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রাপ্তিস্থান

নালন্দা, ১৫৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্য : ৪০ টাকা

উৎসর্গ

আমার গ্রামের মামা নীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, মামা ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, অতুল চন্দ্র বড়ুয়া, দাদা ভাস্কর চন্দ্র বড়ুয়া, কাকা দেবেন্দ্র লাল বড়ুয়া, মামা ছাত্তাংফ্র বড়ুয়া, দাদা হীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, দাদা বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, দাদা শৈলেন্দ্র লাল বড়ুয়া (সঞ্জীবের পিতা), ঠাকুরদা সম্মিলন বড়ুয়া, শরৎ চন্দ্র বড়ুয়া, উমেশ চন্দ্র বড়ুয়া, দাদা সুধাংশু বড়ুয়া, দাদা মেঘনাথ বড়ুয়া, কাকা গুরামন বড়ুয়া, কাকা রমণী বড়ুয়া, দাদা পুলিন বিহারী বড়ুয়া, কাকা রোহিনী বড়ুয়া, সুরেশ চন্দ্র বড়ুয়া, কাকা পুস্কর চন্দ্র বড়ুয়া, দাদা চন্দ্র শেখর বড়ুয়া, দাদা নিকুঞ্জ বিহারী বড়ুয়া, মামা গোবিন্দ সেবক নগেন্দ্র লাল বড়ুয়া, দাদা সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, কাকা ললিত কুমার বড়ুয়া, কাকা তরণীসেন বড়ুয়া, দাদা নিবারণ বড়ুয়া, কাকা যতীশ চন্দ্র বড়ুয়া, মামা যামিনী রঞ্জন বড়ুয়া, ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, দাদা যদুনাথ বড়ুয়া, বামাচরণ বড়ুয়া (মাষ্টার), কাকা শ্রীহরি বড়ুয়া, রমণী মোহন বড়ুয়া (মেম্বার), কাকা মহেন্দ্র বড়ুয়া (রায়মোহনের পিতা), কাকা উমেশ চন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ গুরুজন ও অন্যান্য গুরুজন যাদের স্নেহ, সহায়তা, সহযোগিতা ও সমর্থনে আমার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম তাঁদের পুণ্যস্মৃতি স্মরণে ও পারলৌকিক সদৃগতি কামনায়—

ও

ছোট ভাই হেমচন্দ্র বড়ুয়া, পাঁচকড়ি বড়ুয়া, শচীন্দ্র বড়ুয়া (মেম্বার) ও পাঁচকড়ি বড়ুয়া (প: পাড়া)’র পারলৌকিক সদৃগতি কামনায়—

সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	
সূত্র	
বসল সূত্র	১
আলবক সূত্র	৬
দশধর্ম সূত্র	১০
অনাত্মা লক্ষণ সূত্র	১২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
ধর্মপদ	
মল বগ্গো	১৮
তণ্হা বগ্গো	২১
ভিক্ষু বগ্গো	২৫
ব্রাহ্মণ বগ্গো	২৯

ভূমিকা

আমাদের সবার সুপরিচিত একটি প্রিয় নাম সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া। আসলে নামের সাথে ব্যক্তির পরিচয় খুব কমই মেলে। কিন্তু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় সত্যদার ক্ষেত্রে। সং চিন্তায়, সত্য ভাষণে, সং কর্মে, সত্য দর্শনে, সত্য ভাবনায়, সদাচরণে, সং জীবন যাপনে এবং সম্যক সংকল্পে যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং এতে যিনি নন্দিত, আলোকিত—তিনিই সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া। আমাদের অগ্রজপ্রতিম যাঁর আদর-ভালোবাসায় আমরা সিজ, দৃঢ়চেতা, অকুতোভয় এ লোকটিকে চিনি ষাটের দশক থেকে।

কবেকার প্রতিষ্ঠিত পায়ে চালানো অস্তিকা প্রেস থেকে বর্তমানে বিদ্যুৎ চালিত কম্পিউটার কম্পোজ মুদ্রণকাল পর্যন্ত আমাদের তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছে। এ সময়ে প্রকাশিত ‘অস্তিকা’ পত্রিকার সাথে আমরা যুক্ত ছিলাম। মানুষের সুখ-দুঃখের প্রকাশ, কবিতা, প্রবন্ধের লেখালেখি; নব্য কবি-সাহিত্যিক সৃষ্টির হাতে-খড়ি অস্তিকা। প্রতিষ্ঠিত ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া, সাহিত্যিক সুব্রত বড়ুয়া, কবি নির্মল ভট্টাচার্য, আলাদীন আলী নূর, অধ্যাপক চৌধুরী জহরুল হক, ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, জহরলাল খান্জুরী ও আমিসহ হায়াৎ মাহমুদ পর্যন্ত আরো অনেকে এ পত্রিকায় লেখালেখি করেছিলেন। এতো দীর্ঘকাল কোন সাহিত্যপত্রিকা টিকে রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

একাধারে তিনি শিক্ষক ঘরে বাইরে, সংগঠক, রাজনীতিক। নিজের সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষাদানে সমৃদ্ধকরণ এবং সুপ্রতিষ্ঠায় সফলকাম তাঁর মধ্যে লক্ষ্যণীয় বিষয়। তাই সত্যদা আমাদের শ্রাঘ্যর বিষয়, আমাদের গর্বের ধন।

সংসারের বিষয় আশয়ে নিমগ্ন থেকে তাঁর সাহিত্য সাধনা ও সমাজ সচেতনতা প্রশংসনীয়। তাঁকে দেখা গেছে সমাজ ও ধর্ম নিয়ে ভাবতে। ছোট বড় ১১টি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা ও সংকলক। গ্রন্থসমূহে আমরা তাঁর পরিচয় পাই। কম-বেশি সব গ্রন্থে আমরা তাঁকে পেয়েছি একজন যুক্তিবাদী সমাজমনস্ক হিসেবে। গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট নিবেদনে তিনি তা অকুতোভয়ে তুলে ধরেছেন। যেমন বস্তু পূজার অসারতা, মোমবাতি জ্বালানোয় অগ্নিজন পোড়ানো, কিংবা আবৃত্তিমূলক ধর্মাচরণে তাঁর প্রতিবাদী প্রস্তাবনা। অপরদিকে তাঁর পছন্দসই সূত্রের সংকলন তাঁর প্রায়োগিক দর্শন তিনি তুলে ধরেছেন। আবার ত্রিপিটকের গ্রন্থরাজির মধ্যে ধর্মপদের বাণীকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যা হোক—মহাসমুদ্রের জলের লবণাক্ততার মতো বুদ্ধের ধর্মের এক স্বাদ আর তা হলো ‘বিমুক্তি রস’।

‘আধুনিক যুগপ্রেক্ষিতে বুদ্ধবাণী’ ২য় খণ্ডসহ লেখকের গ্রন্থের সংখ্যা ১১টি। এ খণ্ড দুই পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে চারটি সুত্ত সংকলিত ও অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে। এগুলো হলো : বসল সুত্ত, আলবক সুত্ত, দসধম্ম সুত্ত এবং অনন্তা লক্ষণ সুত্ত। সত্যদা মনে-প্রাণে তাঁর স্বীকৃত বিষয় অনুধাবন এবং অনুশীলন করতে ভালবাসেন এবং অপরকে সেভাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী। খুব সম্ভব সে লক্ষ্যেই তাঁর সংকলন উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সুত্তগুলো নিয়েছেন একটু আলোচনা করলে তার প্রমাণ মিলবে।

১. বসল সুত্ত : বুদ্ধ কোন কোন প্রশ্নের উত্তর প্রতিপ্রশ্নে দিতেন। লোকচরিত অভিজ্ঞ বুদ্ধ এভাবে বসল সুত্তের অবতারণা করেছেন। বসল শব্দের অর্থ

বৃষল>চণ্ডাল>বৃষ>ষাঁড়। শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালীন সময়ে একদিন বুদ্ধ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে করতে অগ্নিপূজক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হলে ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে মুণ্ডক, শ্রামণক ও বৃষলক বলে সম্বোধন করলে বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে বৃষল বা চণ্ডাল-করণীয় ধর্ম জানে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। তখন ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে আবেদন করেন চণ্ডাল-করণীয় ধর্ম দেশনা করার জন্য। তখন বুদ্ধ চণ্ডাল-করণীয় ধর্ম দেশনা করলেন। তিনি একুশ প্রকার অসদাচরণ সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে চণ্ডাল বলে আখ্যায়িত করেন। এসব আচরণ বলিবদ্ধ সদৃশ। অতঃপর তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা উপস্থাপন করলেন। বুদ্ধের মতে, সংকর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নিহিত। যেমন, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলে ব্রাহ্মণ বলে দাবী করা যায় না যদি সে দুশ্চরিত্র সম্পন্ন হয়। পক্ষান্তরে চণ্ডাল-পুত্র সোপাকের ব্রহ্মলোক লাভ এবং বেদ অধ্যাপক হয়েও হীন কর্মের জন্য নরকবাস অস্বাভাবিক কিছু নয়।

২. আলবক সুত্ত : মহাকাব্যিক বুদ্ধ নিজ জীবনাচরিত বশে রাতের অস্তিম যামে নিরোধ সমাপত্তি শেষে “কাকে ধর্মচক্ষুতে” উদ্ভাসিত করা যায় অবলোকন করতেন দিব্যনেত্রে। সেদিন দৃশ্যমান হলো আলবক নামক যক্ষকে। আলবকের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হলে বুদ্ধ তাঁর ধর্মের তত্ত্ব দিয়ে তাকে মুক্ত করেন। এ তত্ত্বের মুখ্য উপদেশ হল: সত্য, ধর্ম, ধৃতি এবং দান। এ রূপ সংকর্ম দ্বারা ইহ-পরকালে দুঃখ মুক্ত হয়ে সুখী হওয়া যায়। এ সুত্রে চার আৰ্যসত্য অনুধাবন করে মুক্তিলাভের উপদেশ আছে। আলবক মিথ্যাদৃষ্টি মুক্ত হয়ে বুদ্ধের শরণাগত হয়।

৩. দসধম্ম সুত্ত : বুদ্ধ দর্শনে গৃহী ও প্রব্রজিতের জীবনাদর্শে পৃথক পৃথক আচরণীয় অনুশাসন আছে। যেমন গৃহীদের পঞ্চশীল তেমনি ভিক্ষুদের দৈনন্দিন অনুধাবনীয় ধর্মবিধান আছে। তাতে ভিক্ষু জীবন পরিশুদ্ধ ভাবে পরিচালিত হয়। ভিক্ষুগণ তাঁদের শপথ বাক্যে উচ্চারণ করেন: ১. বিবর্ণ বসনধারী, ২. পরদত্ত ভিক্ষা-জীবন, ৩. ঘরে বাইরে অধোচক্ষু, ৪. শীলজ্যোতিতে আলোকিত অখণ্ড অনিন্দনীয় শীল সম্পন্ন, ৬. প্রিয়-বিচ্ছেদের অধীন, ৭. কর্মফলে দৃঢ়বিশ্বাসী, ৮. জীবনাচরণ প্রত্যবেক্ষন, ৯. নির্জনে নিভূতে ধ্যানানুশীলন এবং ১০. আচার্যগণ আচরিত দশ কর্ম-কুশল আচরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। উক্ত দশ প্রকার ধর্মাচরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ভিক্ষুগণকে জীবনচর্যা রত থাকতে হয়। প্রত্যহ এসব পর্যবেক্ষণীয়।

৪. অনন্তা লক্ষণ সুত্ত : নাম-রূপে গঠিত জীবনে আত্মা বলতে কিছু নেই। বুদ্ধ দর্শনের এ সত্য আত্মবাদকে খণ্ডন এবং অনাত্মবাদ প্রতিষ্ঠাই এ সুত্রের লক্ষ্য। হিন্দু উপনিষদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, চার মহাভূতের সমন্বয়ে গঠিত জীবনে ‘আত্মা’ নামক এক প্রকার শক্তি মৃত্যুর পরও থেকে যায় এবং এক দেহ হতে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়। তাদের ধারণা, আত্মা অমর, চির, শাস্ত্বত।

কিন্তু বৌদ্ধ তত্ত্বে আত্মবাদকে (ধারণা) অস্বীকার করা হয়েছে। ত্রিকালের মধ্যে কোথাও আত্মাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম। পঞ্চ স্কন্ধ দিয়ে গঠিত জীবদেহের মধ্যে কালক্রমে রূপ-অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ; বেদনা-অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ; সংজ্ঞা-অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ; সংস্কার- অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ; বিজ্ঞান-অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম। সুতরাং আত্মা বলতে কিছু নেই। আত্মবাদ উচ্ছেদ হলেই শীলব্রত নামক মিথ্যাদৃষ্টি উচ্ছেদ হয়। নির্বাণ মার্গ স্রোতাপন্নে উপনীত হলে আত্মবাদ বিনাশ হয়।

গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ধর্মপদ গ্রন্থের চারটি বর্গ সংকলিত হয়েছে। বর্গগুলো হলো, ১. মল বর্গগো, ২. তণ্হা বর্গগো, ৩. ভিক্ষু বর্গগো এবং ৪. ব্রাহ্মণ বর্গগো। লেখক তাঁর মুখ্য উপস্থাপিত বিষয়কে আরো যুক্তিসঙ্গত এবং প্রাণবন্ত করতে বর্গগুলোর সাথে সূত্রগুলো সংযোজন করেছেন। একদিকে সূত্রের এবং অপরদিকে ধর্মপদের বর্গ উভয় দিক থেকে বক্তব্য বিষয়কে জোরদার করেছেন।

১. মল বর্গগো :- মল শব্দের অর্থ ময়লা, আবর্জনা। এ বর্গের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বুদ্ধশাসনে আশ্রিত শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং আর্যশ্রাবক সম্পর্কিত। এ শ্রেণীর শ্রমণগণ পাপ ময়লা বিদূরিত, শুদ্ধ, নির্মল এবং নিঃপ্রপঞ্চ। তাঁরা শুদ্ধশীল, শুদ্ধচিত্ত এবং পবিত্র মার্গে আরুঢ়। তাঁরা মুক্তি মার্গে বিচরণমান বলে তথাকথিত শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সাথে তুলনীয় নয়। তাঁদের জীবন মার্গানুশীলনে ব্যাপ্ত। এছাড়া কেউ শ্রমণ অভিধার অধিকারী হতে পারে না।

২. তণ্হা বর্গগো :- পঞ্চকক্ষে গঠিত জীবের ষড়েন্দ্রিয় অবিরত আলম্বনের কারণে ছটপট করতে থাকে রমিত হওয়ার জন্য। আর রমিত হলেই অনুভূতির উদ্ভব হয়। অনুভূতির লেলিহান (বেদনা) পরিণতি বুঝতে দেয় না। অবিদ্যার ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর এ অবিদ্যা থেকেই তৃষ্ণার উৎপত্তি। এই নাম-রূপ জাত তৃষ্ণামূল উৎপাদন করে নিরোধের পথে অগ্রসর হওয়াই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তৃষ্ণার ভয়াবহতা এবং তার থেকে নিবৃত্তির পথনির্দেশ এ বর্গের উদ্দেশ্য।

৩. ভিক্ষু বর্গগো :- বুদ্ধের অনুশাসন রক্ষা, পালন, প্রচার ও প্রসারকারী বুদ্ধ শিষ্যগণ ভিক্ষু নামে অভিহিত। তাঁরা দশ প্রকার ধর্ম অনুশীলন করেন। মূলত: কায় সংযত, বাক্য সংযত ও মনোসংযত থাকাই প্রকৃত ভিক্ষুর লক্ষণ। এরূপ ত্রয়ী দ্বার সংযত ভিক্ষুগণ সুশীল। ভিক্ষুগণকে চার প্রকার অবশ্য-পালনীয় শীল রক্ষা করে চলতে হয়। নতুবা শীল ভঙ্গ হয় অর্থাৎ পারাজিকা হয়। এই চার ভাবে পারাজিকা হয়: 'মৈথুন সেবন করা, ২. চুরি করা, ৩. প্রাণী হত্যা করা এবং ৪. মার্গ ও ফললাভ না করে করেছে বলা। এসব পারাজিকার যে কোন একটি প্রাপ্ত হলে ভিক্ষু বুদ্ধ শাসন হতে চ্যুত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সুশীল ভিক্ষু বুদ্ধ শাসনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পারেন। এ জন্য ভিক্ষু মাঝেই ভিক্ষুবর্গ অনুশীলন এবং তদনুযায়ী জীবনযাপন করা উচিত।

৪. ব্রাহ্মণ বর্গগো :- কায়-বাক্য-মনে বিশুদ্ধ আচরণের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব নিহিত। সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে শুদ্ধ জীবন যাপনের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায়। আবার ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করে অসদাচরণে জীবন যাপন করলে ব্রাহ্মণত্ব দাবী করা যায় না। সে কারণে বুদ্ধ প্রকৃত ব্রাহ্মণ নিশ্চিত করেছেন 'কর্ম' দিয়ে। যুগপ্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের প্রথা এসে গেছে। জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে উত্তীর্ণ হতে কর্মকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ বর্গের গুরুত্ব এখানে নিহিত।

সমগ্র আধুনিক যুগপ্রেক্ষিতে বুদ্ধবাণী গ্রন্থে বহু বিষয় স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে সূত্র অংশে এবং ধর্মপদ অংশে প্রায় একই বিষয়ভিত্তিক হয়েছে। সে কারণে বক্তব্য বিষয় অতি প্রাঞ্জল, বোধগম্য এবং সুখপাঠ্য হয়েছে। যেমন বসল সূত্রের সাথে ব্রাহ্মণ বর্গের এবং অনন্তা লক্ষণ সূত্রের সাথে তণ্হা বর্গ ইত্যাদি। তাতে বক্তব্য বিষয় যুগপ্রেক্ষিতে কিভাবে গ্রহণ করা যায় তার প্রচেষ্টা রয়েছে। বর্তমান যুগের চাহিদা অনুসারে ভিক্ষুর আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত এবং ব্রাহ্মণত্ব কিভাবে নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন তা গ্রন্থকার পালি সাহিত্যে অবলম্বনে তুলে ধরেছেন। ধর্মীয় উপদেশ 'শুধু গ্রন্থগত' থাকলে হবে না, তা কিভাবে

‘বাস্তব ক্ষেত্রে’ প্রয়োগ করা যায় সে দৃষ্টিকোণ থেকে পুস্তকের গ্রন্থন হয়েছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে, অন্তা লক্খন এবং মল বগুগোয় বুদ্ধের ধর্মদর্শনের নির্যাস অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম বিষয়ে আলোচনায় এনে গ্রন্থকে ঋদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং বিষয়ালোকে বিচার করতে গেলে প্রায় তিন হাজার বছোর প্রাচীন ধর্ম হয়েও আধুনিক যুগপেক্ষিতে বুদ্ধের বাণী সমানভাবে গ্রহণযোগ্য, যুক্তিনির্ভর, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় জিজ্ঞাস্য উত্তর অবলীলায় খুঁজে পাওয়া যায়। মূলত: বুদ্ধবাণী যেখান থেকে যেদিকে যেভাবে দেখা হোক, যত প্রচার, প্রসার হবে ততই জগতের মঙ্গল হবে। সত্যদার এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি।

উপাধ্যক্ষ ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া

ত্রয়ী স্বর্ণপদকে ভূষিত

তাং : ১০/৩/২০১০

ভিজিটিং প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবেদন

আমি ‘আধুনিক যুগপেক্ষিতে বুদ্ধবাণী’ বইয়ের নিবেদনে লিখেছিলাম— “মহাকাব্যিক বুদ্ধ বইতে বুদ্ধের বাণীর অসীম গুণাবলীর কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু জ্ঞান, অর্থ ও ভাষাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বুদ্ধবাণীর গুণাবলী যথার্থ বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। তাই ইচ্ছা ছিল পরবর্তী বইতে আরো বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করার। কিন্তু এবারও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে না পারার কারণে বুদ্ধের অসংখ্য সূত্র ও গাথা থেকে দশটি প্রয়োজনীয় সূত্র ও ধর্মপদের বাইশটি বর্গ এ বইতে সন্নিবেশিত করেছি। এতদসঙ্গে আমাদের সমাজে বুদ্ধবাণীর প্রয়োগ ও অনুশীলনের বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আশা করি, বিজ্ঞ ভিক্ষু মহোদয়গণ ও সুধীমহল আমার ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং এ বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে আমাদের বিভ্রান্তি, যদি থাকে, বিদূরিত করে সমাজের কল্যাণ বিধানে এগিয়ে আসবেন।”

ধর্মপদ একটি মহামূল্যবান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতিসমূহ অতি সহজ ও সরল ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী করে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি ১ম খণ্ডে ধর্মপদ সম্বন্ধে বিস্তৃত লিখেছি। ধর্মপদে মোট ২৬টি বর্গ। ১ম খণ্ডে ২২টি বর্গ সন্নিবেশিত করেছি। অবশিষ্ট ৪টি বর্গ ঐ বইতে সন্নিবেশিত করার ইচ্ছা থাকলেও নানা অসুবিধায় তা হয়ে উঠেনি। তাই ধর্মপদ গ্রন্থটা পূর্ণ সন্নিবেশিত করার জন্য আধুনিক বুদ্ধবাণী ২য় খণ্ড বের করছি, যাতে আমার বুদ্ধবাণীর পাঠকগণকে ধর্মপদ পড়ার জন্য অন্য বইয়ের খোঁজ করতে না হয়। এ বইতে ধর্মপদের অবশিষ্ট ৪টি বর্গ (মল বর্গ, তৃষ্ণা বর্গ, ভিক্ষু বর্গ ও ব্রাহ্মণ বর্গ) সন্নিবেশিত করেছি। এতদসঙ্গে ৪টি প্রয়োজনীয় সূত্র সন্নিবেশিত করেছি। সূত্রগুলো হলোঃ ১) বসল সূত্র ২) আলবক সূত্র ৩) দশধর্ম সূত্র ও ৪) অনাত্ম লক্ষণ সূত্র।

এই বইতে দু’একটি পরিত্রাণ সন্নিবেশিত করার ইচ্ছা করে কয়েকটি ‘পরিত্রাণ’ পড়ে দেখলাম। কিন্তু আমার পঠিত ‘পরিত্রাণে’ বুদ্ধের কর্মবাদের সাথে সামঞ্জস্য খুঁজে পেলাম না। এ পরিত্রাণগুলো জনগণের কোন উপকারে আসবে বলে মনে হয় না। তথাগত বুদ্ধ সবকিছুকে যাচাই করে গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছেন। কালাম গ্রামবাসী জনগণকে উপলক্ষ্য করে তিনি যা বলেছিলেন তা ভদন্ত জ্যোতিঃপাল মহাশয়ের ভাষায় লিখছি—

“হে কালামগণ! যদি উন্নতিপথের পথিক হতে চাও, যদি লক্ষিত বিষয় অর্জন করতে চাও, ছাড় অন্ধতা, জড়তা, ছাড় বংশানুক্রমিক আগত রীতিনীতির ধারা, ছাড় মিথ্যা ধারণা, অমূলক দৃষ্টি, ছাড় শাস্ত্রোক্তির নির্ভরতা, ছাড় কূটতর্ক, বাগ-বিতণ্ডা, ছাড় মতামতের অনড় বালাই, ছাড় শ্রমণ-ব্রাহ্মণের ফতোয়া, ছাড় গুরুমতের দোহাই, বাহ্যিক শোভা-সৌন্দর্যে, সভ্যতা-ভব্যতায় মানুষের বিচার করো না এমন কি আমি তথাগত যদি কিছু বলি, তথাপি যুক্তি-বিচারের সহিত যদি না মিলে, যা জীবনের হিতকর বলে বিবেচিত না হয়, তা মেনে নিও না।.... বিচার না করে কোন কিছু গ্রহণও করো না, আবার ত্যাগও করো না। পূর্ব-পুরুষের প্রচলিত মতামত জেনে, পরের বই পড়ে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, গুরুমহাশয়ের মুখে মুখে শুনে কিংবা দশজনের থেকে খবর নিয়ে যে জানা, তা প্রকৃত জানা নয়। কোন বিষয়বস্তুর প্রকৃত অনুধাবন, আত্মানুশীলন, আত্মোপলব্ধিই প্রকৃত জানা বা জ্ঞান।” [রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি- শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের]

আবার বুদ্ধ ভোগনগরে আনন্দ চৈত্রে সমবেত শোভমণ্ডলীকে ‘বুদ্ধবাক্য’ সম্বন্ধে বলেন যে, যদি কেহ কোন বিষয়ে বলতে গিয়ে ‘ইহা বুদ্ধের কথা’ এরূপ বলেন তখন তা সরাসরি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান না করে তারা যেন সূত্র ও ধর্ম বিনয়ের সাথে মিলিয়ে দেখেন এবং যদি দেখেন যে তা সূত্র ও ধর্মবিনয়ের সাথে না মিলে, তা বুদ্ধবাক্য’ নহে; আর যদি দেখা যায় যে, তা সূত্র ও ধর্ম বিনয়ের সাথে মিলে যায়, তা হলে বুঝতে হবে তা অবশ্যই ‘বুদ্ধবাক্য’।

আমি ‘আধুনিক যুগপ্রেক্ষিতে বুদ্ধ বাণী’ ১ম খণ্ডে ‘বোধ্যঙ্গ পরিত্রাণ’ সম্বন্ধে লিখেছিলাম—

“সগু বোধ্যঙ্গ কি কি এবং কিভাবে সেগুলো অনুশীলন করতে হয়, তা জেনে অনুশীলন বা অভ্যাস করার চেষ্টা না করে শুধু বোধ্যঙ্গের নাম শুনে বা অতীতে মহাপুরুষগণ বোধ্যঙ্গ অনুশীলনের মাধ্যমে রোগমুক্ত হয়েছিলেন—তা পালি ভাষায় আবৃত্তি শুনেই রোগমুক্ত হওয়া যায়, তা বুদ্ধ নির্দেশিত সূত্র ও ধর্ম বিনয়ের সাথে যাচাই করে প্রমাণিত হয় কি? আর সত্যক্রিয়ার সুফল লাভ করার মত সত্যবাদী হওয়ার মনোবৃত্তি কি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি? আমাদের মনে রাখতে হবে, সূত্রগুলো তথাকথিত মন্ত্র তন্ত্র নহে, এগুলো হলো প্রতিপাল্য নীতি।”

অপর একটি পরিত্রাণ ‘ময়ুর পরিত্রাণ’ এর কথা ধরা যাক। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় ময়ুর হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি সকালে ও বিকেলে সূর্যকে নমস্কার করতেন এবং সূর্যের কাছে নিজেকে রক্ষা করার প্রার্থনা করতেন। আবার ভোরে আহারান্বেষণে যাওয়ার পূর্বে ও বিকেলে সর্বধর্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা (মহাকাব্যিক বুদ্ধের আগের) বুদ্ধগণকে নমস্কার জানাতেন এবং তাঁদিগের নিকট নিজেকে রক্ষা করার প্রার্থনা করতেন।

তথাগত বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় পূর্ণ বোধিলাভ করেননি। সেই অবস্থায় তাঁর সব কাজ চার আর্ষসত্য ভিত্তিক, প্রতীত্য সমুৎপাদ ভিত্তিক ও কর্মবাদ ভিত্তিক, এক কথায় বৌদ্ধিক ছিল বলা যায় না। যেগুলো বৌদ্ধিক ছিল সেগুলো গ্রহণ করতে কারো আপত্তি থাকার কথা নহে। কিন্তু যেগুলো বৌদ্ধিক ছিল না অথবা অন্য ধর্মের সাথে রফারফি করতে যাওয়ার ফলে যেসব দেবদেবীর পূজার্চনা ও বিবিধ মিথ্যাদৃষ্টি বৌদ্ধ সাহিত্যে তথা লৌকিক বৌদ্ধধর্মে স্থান পেয়েছে সেগুলো কেন আমরা গ্রহণ করতে যাবো? হিন্দুদের দেবদেবীর মধ্যে সূর্য ও এক দেবতা। তাই তাঁরা সূর্যকে পূজা করেন। আমরা যেখানে বলি যে, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ (আশ্রয়) ছাড়া অন্য কোন শরণ নেই, সেক্ষেত্রে আমরা

সূর্যের শরণ নেব কেন? আর বুদ্ধ যেখানে বলেছেন যে, “তুমুহেহি কিচ্চং আতপ্পং, অকথাং তথাগত (উদ্যম তোমাদিগকে করতে হবে, তথাগতগণ ধর্ম ব্যাখ্যাতা মাত্র), সেক্ষেত্রে কেন আমরা সম্যক সম্বুদ্ধের আগের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যা বুদ্ধগণের কাছে রক্ষার প্রার্থনা করবো অর্থাৎ পরিত্রাণ প্রার্থনা করবো? আমাদের সুকর্ম অর্থাৎ কুশল কর্মই আমাদের রক্ষা করার জন্য একমাত্র অবলম্বন নয় কি?

এক্ষেত্রে ড. বি. এম বড়ুয়ার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন— “প্রাচীন নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্ম একটি মন্ত্রবাদ, দেববাদ ও নামবাদে পর্যবসিত হইয়াছে, যত অঘটন ঘটিয়াছে। বস্তুত: যেভাবে ক্রমে ক্রমে নীতিবাদ পশ্চাতে সরিয়া মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি তান্ত্রিকতা সম্মুখে আসিয়া সনাতন হিন্দু বা আর্য গৃহ্য ধর্মের অনুরূপ একটি লৌকিক বৌদ্ধধর্ম সৃজন করিয়াছে তাহা প্রদর্শন করাই বৌদ্ধ ঐতিহাসিকের একটি প্রধান কর্তব্য।...প্রচলিত হিন্দু গৃহ্যধর্মের সহিত রক্ষারক্ষি করিতে যাওয়ার ফলেই এত তন্ত্রমন্ত্র দেবদেবীর পূজার্চনা ও বিবিধ মিথ্যাদৃষ্টি বৌদ্ধ সাহিত্যে তথা লৌকিক বৌদ্ধধর্মে স্থান পাইয়াছে, চণ্ডীপাঠ ও পরিত্রাণ পাঠ আপাতদৃষ্টিতে সমান হইয়া পড়িয়াছে, অলক্ষিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শ্রমণ বেশে ব্রাহ্মণ সাজিয়াছেন।”

শুধু পরিত্রাণ নয়, সূত্রগুলোও অনেক সময় পরিত্রাণের মত বা চণ্ডীপাঠের মত পাঠ করা হয়। অবশ্য পালিভাষায় না করে বাংলা ভাষায় পাঠ করলে হয়ত: শুনতে শুনতে এগুলোর মর্মার্থ গ্রহণের চেতনা সঞ্চারিত হতো। তাই আমি ‘প্রার্থনা পদ্ধতি, বন্দনা ও প্রতিপাল্য নীতি’ পুস্তিকায় ‘ধর্মদেশনায় ভাষার প্রভাব’ প্রবন্ধে লিখেছি— “বৌদ্ধ ধর্ম কর্মনির্ভর ধর্ম। তাই বুদ্ধ সর্বসাধারণের বোধগম্য তৎকালীন ভারতের সাধারণ লোকের মাতৃভাষা পালি ভাষাকে ধর্মদেশনার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মাতৃভাষায় প্রার্থনা, সূত্রপাঠ ও দেশনা জনগণের সহজবোধ্য হয়। বর্তমানে পালিভাষায় যে শীল প্রদান ও সূত্র পাঠ করা হয়, তা অনেকে তথাকথিত মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে, অর্থ বোঝে না বলে, এগুলোর অন্তর্নিহিত গুণাবলী গ্রহণ ও পালনের কোন চেতনা এগুলোর দ্বারা শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত হয় না বলে আমার বিশ্বাস।” বুদ্ধ বলেছেন, চেতনাহীন ভিক্ষুকে কন্মং বদামি। বুদ্ধ দশধর্ম সূত্রে আরো বলেছেন—

“কন্মস্সকোম্হি, কন্মদায়াদো, কন্মযোনি, কন্মবন্ধু, কন্মপটিসরণো-যং কন্মং করিস্সামি, কল্যাণং বা, পাপকং বা, তসস দায়দো ভবিস্সামি”তি -কর্মই আমার সুহৃদ, কর্মই আমার উত্তরাধিকার, কর্মই আমার গতি, কর্মই আমার বন্ধু, কর্মই আমার আশ্রয়, কল্যাণ কর্ম বা পাপ কর্ম, যে যেই কর্ম করবো, তারই উত্তরাধিকারী হবো। অতএব যে যেমন কর্ম করবে, সে তারই ফলভোগ করবে। সুকর্মের সুফল ও কু-কর্মের কুফল বা বিপাক সবাইকে ভোগ করতে হবে।

অতএব (কু-কর্ম করলে) কারো কৃপায় বা কারো পূজা করে রক্ষা পাবার তথা পরিত্রাণ পাবার উপায় আছে বলে আমি মনে করি না। একমাত্র কু-কর্মের তথা অকুশল কর্মের বিপরীতে কুশল কর্ম করেই অকুশল কর্মের কুফল বা বিপাক কিছুটা অথবা সম্পূর্ণ (গুরুকর্ম ছাড়া) এড়ানো যায় বৈকি। তাই এ গ্রন্থে ‘পরিত্রাণ’ সন্নিবেশিত করা হলো না।

আমি ‘আধুনিক যুগপ্রেক্ষিতে বুদ্ধবাণী’ ১ম খণ্ডে ‘ধর্মানুষ্ঠানে ও মন্দিরে মোমবাতি জ্বালানো এবং পূজার্চনা’ প্রবন্ধে লিখেছিলাম, “কিন্তু যে স্থানে বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল

অথবা দিনের বেলায় প্রখর সূর্যালোকে চারদিক উদ্ভাসিত সেখানে অযথা বাতি জ্বালিয়ে কারো উপকার সাধন করা যায় কি? এরূপ ক্ষেত্রে পুণ্য সঞ্চিত হতে পারে কি? ... কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর পাশে শত শত মোমবাতি জ্বালিয়ে বাতাস তপ্ত করে অক্সিজেন নষ্ট করে মানুষের ক্ষতিসাধন করার দ্বারা কোন পুণ্য সঞ্চিত হতে পারে বলে আমি মনে করি না। ... বাতি কেনার ঐ টাকা দান বাস্তবে দিলে উক্ত টাকার দ্বারা শ্রমণ ও গরীব ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে, যাতে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিতরা জ্ঞানের আলো লাভ করে সমাজের অগ্রগতি সাধনে এগিয়ে আসলে সমাজপ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। অথবা বাতি না জ্বালিয়ে রেখে আসলে তা প্রয়োজনের সময় জ্বালানো যাবে। অতিরিক্ত বাতি বিক্রী করে উক্ত টাকায় শ্রমণ ও গরীব ছাত্রদের জ্ঞানের আলো দান করা যাবে।”

এখন দেখা যাচ্ছে, মানত যদিও শীলব্রত পরামর্শের মধ্যে পড়ে তথাপি কেউ কেউ মানত করে হাজার মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন। আমার মতে, হাজার মোমবাতির পরিবর্তে বাস্তব, সার্চ লাইট ইত্যাদি দান করলে বেশি পুণ্য সঞ্চিত হবে। অন্যরা বার বার মোমবাতি না জ্বালিয়ে মন্দিরে বিশেষ করে গ্রাম এলাকার মন্দিরে বাস্তব, সার্চ লাইট ইত্যাদি দান করতে পারেন। আর একটি কথা না বললে হয় না। গৌসাই হলো বুদ্ধের প্রতিমূর্তি। বুড়া গৌসাই, পাগলা গৌসাই এ রকম নামকরণ করা বা বলা উচিত নয়। এনায়েত বাজারের মন্দিরের গৌসাইগুলো, ঠেগরপুনির মন্দিরের গৌসাইগুলো আর চিৎমরমের মন্দিরের গৌসাইগুলো ও গ্রাম এলাকার মন্দিরের গৌসাইগুলো—সবই মহাকাব্যিক বুদ্ধের প্রতিমূর্তি। তাই পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে সমান ফলদায়ক। অযথা (পুণ্যের জন্য) সব জায়গায় ছুটাছুটি করা হলে গরীব বৌদ্ধদের (যাতায়াতে) অনর্থক অনেক টাকার অপচয় হবে। তদুপরি বর্তমানে বাস-ট্যাক্সিতে যাতায়াতে অনেক ঝঙ্কি-ঝামেলায় পড়তে হয়। এমন কি জীবনও বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে। আর মন্দির বা জায়গা দেখার জন্য একবার দুবারের চেয়ে বেশি যাওয়ার দরকার আছে কি? বিশেষ করে, মায়েরা বার বার যেতে চাইলে ছেলেরা (টাকার অপচয় হলেও) নিষেধ তো করতে পারে না। তাই মায়েদের এসব মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করা উচিত। আরো বহু প্রকারের মিথ্যাদৃষ্টি সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করছে।

ভদন্ত ড. জ্ঞানশ্রী মহাথের মহোদয় বৌদ্ধ মন্দিরে খণ্ড ধ্যানে ও সমবেত প্রার্থনায় আগত উপাসক-উপাসিকাদের এ বিষয়ে দেশনা করে আসছেন। তিনি সর্বপ্রকার মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদনের জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের মহোদয়, ভদন্ত ড. জিনবোধি ভিক্ষু মহোদয়, ভদন্ত বনশ্রী মহাস্থবির মহোদয়, বিদর্শনাচার্য ভদন্ত নন্দবংশ স্থবির, বিদর্শনাচার্য ভদন্ত তেমিয়ব্রত ভিক্ষু মহোদয় ও আরো অনেক বিজ্ঞ ভিক্ষু মহোদয় এসব মিথ্যাদৃষ্টি দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তথাপি আজো আমরা সম্যক দৃষ্টিপরাণ হতে পেরেছি কি? ছিদ্রযুক্ত পায়ে যেমন পানি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, তদ্রূপ মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ণ লোকের পরিবার ও সমাজ সচ্ছল ও ঐশ্বর্যশালী হতে পারে না। তাই এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া সমীচীন। জ্ঞানী, গুণী ও ধ্যানী ভিক্ষুর ও মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে বার বার গেলে মঙ্গল হয়। এক্ষেত্রে টাকা খরচ হলেও চিন্তার কারণ নেই। তবে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবশ্যই বিবেচ্য।

আশার কথা, বর্তমানে ভিক্ষুসম্মে অনেক শিক্ষিত, জ্ঞানী, গুণী ও ধ্যানী ভিক্ষুর

সমাবেশ হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ গতানুগতিক পথ ছেড়ে আধুনিক বৌদ্ধিক মানস গঠনে সহায়ক বুদ্ধ বচন সংকলন করে পুস্তক প্রণয়ন ও ধর্মদেশনা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সমাজের সন্ধর্মে অভিজ্ঞ সুধী মহলেরও কেউ কেউ ধর্মপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনায় এগিয়ে এসেছেন। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে জনগণ বুদ্ধের মূলনীতি অনুশীলনে অনুপ্রাণিত হবে এবং মিথ্যাদৃষ্টি হতে মুক্ত হবে। আমি আবারও আবেদন জানাচ্ছি, বিজ্ঞ ভিক্ষু মহোদয়গণ ও সুধীমহল আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং এ বিষয়ে সঠিক দিকনির্দেশনা দিবেন।

বহু গ্রন্থ লেখক, সুসাহিত্যিক ত্রয়ী স্বর্ণপদকে ভূষিত, ভিজিটিং প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উপাধ্যক্ষ ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে বইটির গুরুত্ব বর্ধন করেছেন। তজ্জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া প্রফু সংশোধনে সহায়তা করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। তজ্জন্য তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ। ভদন্ত প্রিয়রত্ন থের মহোদয় প্রফু সংশোধনে সহায়তা করেছেন। তজ্জন্য তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ। ‘পুনম’ এর মালিক বাবু নিরুপম বড়ুয়া ‘What the Buddha Taught’ বইটি উপহার দিয়ে উপকৃত করেছেন। বাবু জিনাংসু বড়ুয়াও আমাকে কয়েকটি বই উপহার দিয়েছিলেন। আমার শ্যালক বাবু প্রমোতোষ বড়ুয়াও বই দিয়ে উপকৃত করেছেন। তজ্জন্য তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ। বইটি প্রকাশে আমাকে উৎসাহিত করেছেন শ্রদ্ধেয় দাদা সুসঙ্গ মোহন বড়ুয়া, ডা: দেবদাস মুৎসুদী, ডা: সন্তোষ কুমার বড়ুয়া, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুলেখক সলিল বিহারী বড়ুয়া, সাহিত্যিক সত্যব্রত বড়ুয়া, অধ্যাপক ডা: প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া, বহু গ্রন্থ প্রণেতা অধ্যাপক শিশির বড়ুয়া, অধ্যাপক জ্যোতিষ বড়ুয়া, অধ্যাপক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি এডভোকেট দীপক বড়ুয়া, এডভোকেট প্রেমাক্ষর বড়ুয়া, অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া, অধ্যাপক শ্যামল বড়ুয়া, নালন্দা লাইব্রেরীর মালিক বাবু মৃণাল কান্তি বড়ুয়া ও অধ্যাপক বিপুল কান্তি বড়ুয়া, মমতা স্টেশনারীর মালিক বাবু অপু বড়ুয়া, বাবু মধুলাল বড়ুয়া, ভদন্ত প্রজ্ঞাতিষ্য ভিক্ষু, বাবু জয়ন্ত বড়ুয়া, বাবু অনিল কান্তি বড়ুয়া, আমার ভাগিনী জামাই বাবু ব্রজেন্দ্র লাল বড়ুয়া, আবুরখীল নিবাসী প্রকৌশলী প্রদীপ কুমার বড়ুয়া, প্রকৌশলী বিধান বড়ুয়া, প্রকৌশলী তাপস বড়ুয়া, বাবু দিলীপ বড়ুয়া, বাবু চন্দ্রজ্যোতি বড়ুয়া, বাবু অনিল কান্তি বড়ুয়া(লা), বাবু অমিয় কান্তি বড়ুয়া, বাবু সৈকত বড়ুয়া, বহু গ্রন্থ প্রণেতা বাবু সুনীল বড়ুয়া, বাবু অমল কান্তি বড়ুয়া, বাবু বোধিসত্ত্ব বড়ুয়া, বাবু শেখর চৌধুরী, বাবু অজিত বড়ুয়া, বাবু সুকান্ত বড়ুয়া, বাবু মৌমিত্র বড়ুয়া, আমার বড় ছেলে সলিল বড়ুয়া, বি,কম, পোস্ট গ্রেজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট, মেজ ছেলে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সুশীল বড়ুয়া, বি,এ (অনার্স) এম, এ (ইংরেজী), ছোট ছেলে সুজন বড়ুয়া বি,এস-সি (অনার্স), এম,এস-সি, মেয়ে শ্রীমতী মায়া বড়ুয়া বি,এস-সি, বড় বৌমা শ্রীমতী ঝিনু বড়ুয়া, বি,এ , মেজ বৌমা শ্রীমতী টিকলি বড়ুয়া বি,এ, ছোট বৌমা তুলিকা বড়ুয়া (টিনা) বি,বি,এ প্রমুখ। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

স্টার প্লাস এর মালিক বাবু মিলন দেব বইটির কম্পিউটার কম্পোজ করে দিয়ে এটি দ্রুত প্রকাশে সহায়তা করেছেন। তজ্জন্য তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া

আধুনিক যুগপ্রেক্ষিতে বুদ্ধবাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূত্র

বসল সুত্তং

১। এবং মে সুতং-একং সময়ং ভগবা সাবথিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো ভগবা পুৰ্ণহ সময়ং নিবাসেত্বা পত্তটীবরমাদায় সাবথিয়ং পিণ্ডায় পবিসি। তেন খো পন সময়েন অগ্নিকভারদ্বাজস্স ব্রাহ্মণস্স নিবেসনে অগ্নিপজ্জলিতা হোতি আহুতি পল্লহিতা। অথ খো ভগবা সাবথিয়ং সপদানং পিণ্ডায় চরমানো যেন অগ্নিকভারদ্বাজস্স ব্রাহ্মণস্স নিবেসনং তেনুপসংকমি। অদসা খো অগ্নিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং দূরতো'ব আগচ্ছতং দিস্বান ভগবন্তং এতদবোচ-“তদ্রে'ব মুণ্ডকা! তদ্রে'ব সমণক! তদ্রে'ব বসলক! তিট্ঠিহী'তি।” এবং বুত্তে ভগবা অগ্নিকভারদ্বাজং ব্রাহ্মণং এতদবোচ-“জানাসি পন ত্বং ব্রাহ্মণ বসলং বা বসলকরণে ধম্মে'তি”? নথ্বাহং ভো গোতম! জানামি বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মে'তি”; সাধু মে ভবং গোতমো তথা ধম্মং দেসেতু যথাহং জানেয়্যং বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মে'তি।” “তেনহি ব্রাহ্মণ! সুণাহি সাধুকং মনসি কেরোহি ভাসিস্সামী'তি।” এবম্ভোতি খো অগ্নিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবতো পচ্চস্সোসি, ভগবা এতদবোচ-

- ২। কোধনো উপনাহী চ-পাপমক্খি চ যো নরো,
বিপন্নদিট্ঠী মায়াবী-তং জঞ্ণা বসলো ইতি।
- ৩। একজং বা দ্বিজং বা'পি-যো'ধ পাণানি হিংসতি,
যস্স পাণে দয়া নথি-তং জঞ্ণা বসলো ইতি।
- ৪। যো হন্তি পরিরুদ্ধতি-গামানি নিগমানি চ,
নিগ্গহকো সমঞ্ণাতো-তং জঞ্ণা বসলো ইতি।
- ৫। যো গামে বা যদি বা'রঞে-পরেসং মমায়িতং
থেয়্যা অদিন্নং আদীয়তি-তং জঞ্ণা বসলো ইতি।
- ৬। যো হবে ইণমাদায়-চুজ্জমানো পলায়তি,
ন হি তে ইণমথী'তি-তং জঞ্ণা বসলো ইতি।
- ৭। যো বে কিঞ্চিরক্কম্যতা-পহুস্মিং বজতং জনং,
হন্ত্বা কিঞ্চিরক্কমাদেতি-তং জঞ্ণা বসলো ইতি।

- ৮। যো অন্তহেতু পরহেতু-ধনহেতু চ যো নরো,
সক্খিপুট্ঠো মুসা ক্রুতি-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ৯। যো এগাতীনং বা সখানং বা-দারেসু পতিদিস্সতি,
সহসা সম্পিয়ায়তি-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ১০। যে মাতরং বা পিতরং বা-জিণ্ণকং গতযোক্কনং,
পহুসন্তো ন ভবতি-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ১১। যো মাতরং বা পিতরং বা-ভাতরং ভগিনিং সসুং
হন্তি রোসেতি বাচায়-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ১২। যো অথং পুচ্ছিতো সন্তো-অনথম্নুসাসতি,
পটিচ্ছেন্নে ন মন্তেতি-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ১৩। যো কত্বা পাপকং কম্মং-মা মং জঞঞা'তি ইচ্ছতি,
যো পটিচ্ছন্নকম্মন্তো-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ১৪। যো বে পরকুলং গত্ত্বা-ভুত্বান সুচি ভোজনং,
আগতং ন পটিপূজেতি-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ১৫। যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা-'অঞঞং বা'পি বণিক্ককং,
মুসাবাদেন বঞ্চেতি-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ১৬। যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা-ভত্তকালে উপট্ঠিতে,
রোসেতি বাচা ন দেতি-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ১৭। অসতং যোধ পক্রুতি-মোহেন পলিগুষ্ঠিতো,
কিঞ্চিক্কখং নিজিগীসানো-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ১৮। যো চ'ত্তানং সমুসসং-পরঞ্চমবজানতি,
নিহীনো সেন মানেন-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ১৯। রোসকো কদরিয়ো চ-পাপিচ্ছো মচ্ছরী সঠো,
অহিরিকো অনোত্তাপী-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ২০। যো বুদ্ধং পরিভাসতি-অথবা তস্স সাবকং,
পরিব্বাজং গহট্ঠং বা-তং জঞঞা বসলো ইতি ।
- ২১। যো হবে অনরহা সন্তো-অরহং পটিজানতি,
চোরো সত্ত্বাক্কে লোকে-এস খো বসলাধমো ।
এতে খো বসলা বৃত্তা-ময়া যে বো পকাসিতা ।
- ২২। ন জচ্চা বসলো হোতি-ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মনা বসলো হোতি-কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো ।
- ২৩। তদমিনা বিজানাত-যথা মে'দং নিদস্সনং,
চণ্ডালপুত্তো সোপাকো-মাতঙ্গো ইতি বিস্সুতো ।

- ২৪। সো যসং পরমং পত্তো-মাতঙ্গো যং সুদুল্লভং,
অগঞ্জং তস্ সু পট্টানং-খত্তিয়া ব্রাহ্মণা বহু।
- ২৫। সো দেবযানমারুয়হ-বিরজং সো মহাপথং,
কামরাগং বিরাজেত্বা-ব্রহ্ম লোকুপগো অহু।
- ২৬। ন তং জাতি নিবারেতি-ব্রহ্মলোকুপ্পত্তিয়া,
অজ্বায়কা কুলেজাতা-ব্রাহ্মণ মন্তবন্ধুনো।
- ২৭। তে চ পাপেসু কস্মেসু-অভিগ্হ মুপদিস্সরে,
দিট্ঠেব ধম্মে গারয়হ-সম্পরায়ে চ দুগ্গতিং
ন তে জাতি নিবারেতি-দুগ্গচ্চা গরহায়বা
- ২৮। ন জচ্চা বসলো হোতি-ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মনা বসলো হোতি-কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো।
- ২৯। এবং বুত্তে অগ্নিকভারদ্বাজ ব্রাহ্মণো ভগবন্তং এতদবোচ- “অভিক্কন্তং ভো
গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয়্যাথাপি ভো গোতম! নিক্কুজ্জিতং বা
উক্কুজ্জেয়্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয়্য মূলহস্স বা মগ্গং আচিকখেয়্য অন্ধকারে বা
তেল পজ্জাতং ধারেয়্য, চক্কুমন্তো রূপানি দক্কখিত্তী”তি। এবমেবং ভোতা
গোতমেন অনেক পরিয়ায়েন ধম্মো পকাসিতো, এসাহং ভগবন্তং গোতমং
সরণং গচ্ছামি, ধম্মঞ্চ ভিক্কুসজ্জঞ্চ উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু
অজ্জতল্লে পাণুপেতং সরণং গতন্তি।

বাংলায় অনুবাদ

১। আমি এরূপ শুনেছি-এক সময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক
নির্মিত জেতবন আরামে বাস করছিলেন। বুদ্ধ পূর্বাহ্নে অন্তর্বাস পরিধান করে
পাত্রচীবর নিয়ে ভিক্ষান্নের জন্য শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করলেন। তখন অগ্নিপূজক ভারদ্বাজ
ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, পূজায় আহুতি দেয়ার জন্য উপকরণ সমূহ
প্রস্তুত হয়েছিল। অতঃপর তথাগত বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে ক্রমান্বয়ে গৃহ হতে গৃহান্তরে
ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে করতে অগ্নিপূজক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন।
ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে দূর হতে আসতে দেখে বললেন- “হে মুণ্ডক, সেখানেই
দাঁড়াও। “হে শ্রামণক, সেখানেই দাঁড়াও।” “হে বৃষলক, সেখানেই দাঁড়াও!”
এরূপ বললে তথাগত বুদ্ধ অগ্নিপূজক ভারদ্বাজকে বললেন-“ব্রাহ্মণ! তুমি চণ্ডাল-
করণীয় ধর্ম জান কি?” “হে গৌতম! আমি বৃষল-করণীয় ধর্ম জানিনা। আপনি
আমাকে দেশনা করুন, যাতে আমি বৃষল-করণীয় ধর্ম জানতে পারি।” এরূপে
ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে যাচঞা করলেন। “ব্রাহ্মণ, আমি দেশনা করছি, মনোযোগ সহকারে
শুনুন।” “হ্যাঁ ভদন্ত” বলে ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ তথাগত বুদ্ধকে সম্মতি জানালেন।

তথাগত বুদ্ধ বললেন—

২। যে ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ, হিংসুক বা দীর্ঘকাল অন্তরে হিংসা পোষণকারী হয়, পাপলিপ্ত, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ, পরলোক ও দানের ফলাদিতে অবিশ্বাসী ও মায়াবী, তাকে বৃষল বলে জানবেন।

৩। যে ব্যক্তি একজ (পশু ইত্যাদি) ও দ্বিজ (পক্ষী ইত্যাদি) প্রাণীদিগকে হিংসা করে, প্রাণীদের প্রতি যার দয়া নেই, তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

৪। যে ব্যক্তি গ্রাম ও নগরসমূহের অধিবাসীকে হনন করে, গ্রাম ও নগরসমূহ ধ্বংস করে, অবরোধ করে, সে নিগ্রাহক বা ভেদক বলে পরিচিত হয়; তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

৫। যে লোক গ্রামে বা অরণ্যে অপরের সম্পদ (চুরি করে) নিয়ে যায় তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

৬। যে কোন ঋণ নিয়ে না দিবার ইচ্ছায় চুরি করে বা না বলে পলায়ন করে এবং খুঁজতে গেলে ঋণের কথা অস্বীকার করে তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

৭। যে লোক কিছু পাবার ইচ্ছায় পথিককে হত্যা করে কিঞ্চিৎ মাত্র দ্রব্যও গ্রহণ করে, তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

৮। যে ব্যক্তি নিজের হেতু, পরের হেতু ও ধনের হেতু মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাকে চণ্ডাল বলে জানবেন।

৯। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিদের স্ত্রীর প্রতি, বন্ধুদের স্ত্রীর প্রতি সহসা প্রিয়ভাব দ্বারা দূষিতভাব প্রদর্শন করে বা অন্যায় ব্যবহার করে, তাকেও চণ্ডাল বলে জানবেন।

১০। যে ব্যক্তি বিগতযৌবন জীর্ণ (বৃদ্ধ) মাতা বা পিতাকে প্রচুর ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভরণপোষণ করে না, তাকেও চণ্ডাল বলে জানবেন।

১১। যে ব্যক্তি মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ও শ্বশুরকে হত্যা করে এবং দুর্বাক্য বলে, তাকেও চণ্ডাল বলে জানবেন।

১২। যে ব্যক্তি হিতকথা জিজ্ঞাসিত হয়ে অনর্থক বা কুবিষয়ে অনুশাসন করে, অর্থাৎ সৎবুদ্ধি নিতে গেলে কুবুদ্ধি প্রদান করে, গোপনীয় স্থানে অনর্থের জন্য মন্ত্রণা করে, তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

১৩। যে ব্যক্তি গোপনে পাপ কর্ম করে অথচ মুখে পবিত্র দেখায়, তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

১৪। যে ব্যক্তি পরগৃহে গিয়ে উত্তম ভোজন পরিভোগ করে থাকে এবং নিজ গৃহে আসলে সেই ব্যক্তিকে সেরূপ খাদ্য ভোজ্য দিয়ে আপ্যায়ন করে না, তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

১৫। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ বা অন্য যাচককে মিথ্যা বাক্য দ্বারা বঞ্চনা করে, তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

১৬। যে ব্যক্তি ভোজনকালে উপস্থিত ব্রাহ্মণ বা শ্রমণকে বাক্য দ্বারা রোষ বা কটুভক্তি করে এবং সম্মুখে আসলে খাদ্য ভোজ্য দেয় না, তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

১৭। যে ব্যক্তি মোহবশত লাভ সংকার লাভার্থে অভূতগুণ (বুজরুকী) প্রকাশ করে, তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

১৮। যে ব্যক্তি নিজের প্রশংসা করে উপরে তোলে, অপরকে নিন্দা করে অবনত করে এবং স্বকীয় অহংকার দ্বারা লোকের কাছে আত্মগৌরব প্রকাশ করে থাকে, তাকেও চণ্ডাল বলে জানবেন।

১৯। যে ব্যক্তি রোষক, দান নিবারক, পাপিষ্ঠ, অদাতা, শঠ, নির্লজ্জ ও ভয়হীন, সেই কাপুরুষকেও চণ্ডাল বলে জানবেন।

২০। যে ব্যক্তি বুদ্ধ অথবা তাঁর শ্রাবক, পরিব্রাজক অথবা গৃহস্থ লক্ষ্য করে গালি দেয়, তাকেও চণ্ডাল বলে জানবেন।

২১। যে ব্যক্তি অর্হৎ না হয়েও অর্হৎ বলে নিজেকে জ্ঞাপন করে, আব্রহ্ম দেব ও মনুষ্যালোকে চোর বলে কথিত হয় এরূপ ব্যক্তিও বৃষলাধর্মের মধ্যে পরিগণিত। হে ব্রাহ্মণ, আমার দ্বারা সংক্ষেপে বৃষল ধর্ম কথিত হল।

২২। জন্ম দ্বারা কেউ বৃষল হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। কর্ম দ্বারা বৃষল ও কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়।

২৩। ব্রাহ্মণ, বৃষলত্বের কারণ এর দ্বারা জ্ঞাত হউন। যেমন-চণ্ডালপুত্র সোপাক মাতঙ্গ বলে খ্যাত বা প্রসিদ্ধ হয়েছিল।

২৪। সেই মাতঙ্গ শ্রেষ্ঠ পরম সুদুর্লভ যশঃপ্রাপ্ত হয়েছিল। তার পরিচর্যার জন্য বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপস্থিত হতো।

২৫। সেই মাতঙ্গ বিরজ মহাপথে দেবযানে আরোহণ করে, কামাসক্তিকে বিধ্বংস করে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়েছিল।

২৬। সেই চণ্ডালপুত্র মাতঙ্গকে চণ্ডাল কূলে জন্ম বলে তার ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়ার হেতু কেউ বারণ করতে পারেনি।

২৭। বেদাধ্যাপক কূলে জন্ম বেদমন্ত্রপাঠে নিরত ব্রাহ্মণদিগকে নিত্য পাপকর্মে রত থাকতে দেখা গেছে। তারা ইহকালে নিন্দিত এবং পরকালে দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু উচ্চকূলে জন্ম হয়েছে বলে তাদের দুর্গতি ও নিন্দা কেউ নিবারণ করতে পারেনি।

২৮। জন্ম দ্বারা কেউ বৃষল হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। কর্ম দ্বারা বৃষল ও কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়।

২৯। তথাগত বুদ্ধ একথা বললে, অগ্নিপূজক ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ পুনঃ বুদ্ধকে বললেন, বড়ই সুন্দরভাবে আপনার দ্বারা ধর্ম দেশিত হয়েছে। যেমন হে গৌতম! কেউ অধোমুখে স্থাপিত পাত্র উপরিমুখী করে, আচ্ছাদিত বস্ত্র বিবৃত করে, দিগভ্রান্তকে

রাস্তা দেখিয়ে দেয়, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে, চক্ষুস্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দর্শন করতে পারে; সেরূপ মহানুভব গৌতম দ্বারা অনেক প্রকারে ধর্ম দেশিত হল। অদ্য হতে জীবনের শেষ অবধি আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি, সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। গৌতম আমাকে তাঁর উপাসক বলে অবধারণ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

তথাগত-যিনি সত্যে উপনীত হয়েছেন বা যিনি সত্য অবগত হয়েছেন অর্থাৎ যিনি সত্য আবিষ্কার করেছেন। ওয়ালপুলা রাহুলের ভাষায়-

Tathagata lit. means One who has come to truth i.e. 'One who has discovered Truth'. This is the term usually used by Buddha referring to himself and to the Buddhas in general. [What the Buddha Taught- By Walpola Rahula page-1]

আলবক সুত্ত

১। এবং মে সুতং-একং সময়ং ভগবা সাবথিয়ং বিহরতি আলবকস্ যক্খস্ ভবনে। অথ খো আলবকো যক্খ যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং এতদবোচ-‘নিক্খম সমণা’তি। ‘সাধাবুসো’তি ভগবা নিক্খমি, ‘পবিস সমণা’তি। সাধাবুসো’তি ভগবা পবিসি। দুতিয়ম্পি খো আলবকো যক্খো ভগবন্তং এতদবোচ-‘নিক্খম সমণা’তি। ‘সাধানুসো’তি ভগবা নিক্খমি, পবিস সমণা’তি। ‘সাধাবুসো’তি ভগবা পবিসি। ততিয়ম্পি খো আলবকো যক্খো ভগবন্তং এতদবোচ-‘নিক্খম সমণা’তি। ‘সাধাবুসো’তি সাধাবুসোতি ভগবা নিক্খমি; পবিস সমণাতি, সাধাবুসোতি ভগবা পবিসি। চতুথম্পি খো আলবকো যক্খো ভগবন্তং এতদবোচ-‘নিক্খম সমণা’তি। নথাহং আবুসো নিক্খমিস্সামি। যং তে করণীয়ং তং করোহী’তি। “পঞহং তং সমণ পুচ্ছিহিস্সামি, সচে মে ন ব্যাকরিস্সসি চিত্তং বা তে থিপিস্সামি। হদয়ং বা তে ফালেহিস্সামি, পাদেসু বা গহেত্বা পারগজ্জায়ং থিপিস্সামি’তি। “নথাহন্তং আবুসো পস্সামি সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সসম্মণ ব্রাহ্মণিয়া পজ্জায় সদেব মনুস্সায় যো মে চিত্তং বা থিপেয়্য, হদয়ং বা ফালেয়্য, পাদেসু বা গহেত্বা পারগজ্জায়ং থিপেয়্য, অপিচ ত্বং আবুসো পুচ্ছ যদাকজ্জসী’তি। অথ খো আলবকো যক্খো ভগবন্তং গাথায় অজ্জুভাসি।

২। কিংসু’ধ বিত্তং পুরিস্সস সেট্ঠং?

কিংসু সুচিণ্ণং সুখমাবহাতি?

কিংসু হবে সাধুতরং রসানং?

কথং জীবিং জীবিতমাহ্ সেট্ঠং’তি?

- ୩ । ସନ୍ଧୀ'ଧ ବିକ୍ରଂ ପୁରସସ୍ ସେଟ୍ଠଂ
ଧମ୍ମୋ ସୁଚିନ୍ନୋ ସୁଖମାବହାତି,
ସଚ୍ଚଂ ହବେ ସାଧୁତରଂ ରସାନଂ,
ପଞ୍ଚଞ୍ଜୀବିଂ ଜୀବିତମାହ୍ ସେଟ୍ଠଂ'ତି ।
- ୪ । କଥଂସୁ ତରତି ଓଘଂ?
କଥଂସୁ ତରତି ଅଗ୍ନବଂ?
କଥଂସୁ ଦୁକ୍‌ଥଂ ଅଚ୍ଛେତି?
କଥଂସୁ ପରସୁଜ୍ଞାତି?
- ୫ । ସନ୍ଧାୟ ତରତି ଓଘଂ,
ଅଗ୍ନମାଦେନ ଅଗ୍ନବଂ,
ବୀରିୟେନ ଦୁକ୍‌ଥଂ ଅଚ୍ଛେତି,
ପଞ୍ଚଞ୍ଜାୟ ପରସୁଜ୍ଞାତି ।
- ୬ । କଥଂସୁ ଲଭତେ ପଞ୍ଚଞ୍ଜଂ?
କଥଂସୁ ବିନ୍ଦତେ ଧନଂ?
କଥଂସୁ କିନ୍ତିଂ ପମ୍ପୋତି?
କଥଂ ମିତ୍ତାନି ଗହ୍ଵତି?
ଅସ୍ମା ଲୋକୋ ପରଂ ଲୋକଂ
କଥଂ ପେଚ୍ଚ ନ ସୋଚତି?
- ୭ । ସନ୍ଧହାନୋ ଅରହତଂ ଧମ୍ମଂ ନିବ୍ବାନପନ୍ଥାୟା,
ସୁସ୍‌ସୁସା ଲଭତେ ପଞ୍ଚଞ୍ଜଂ ଅଗ୍ନମନ୍ତୋ ବିଚକ୍‌ଥଣୋ ।
- ୮ । ପତିରୂପକାରୀ ଧୁରବା ଉଟ୍ଠାତା ବିନ୍ଦତେ ଧନଂ,
ସଚ୍ଚେନ କିନ୍ତିଂ ପମ୍ପୋତି ଦଦଂ ମିତ୍ତାନି ଗହ୍ଵତି ।
- ୯ । ଯସ୍‌ସେ'ତେ ଚତୁରୋ ଧମ୍ମା ସନ୍ଧସ୍‌ସ ଘରମେସିନୋ,
ସଚ୍ଚଂ ଧମ୍ମୋ ସିତି ଚାଗୋ ସବେ ପେଚ୍ଚ ନ ସୋଚତି!
ଅସ୍ମା ଲୋକୋ ପରଂ ଲୋକଂ ସବେ ପେଚ୍ଚ ନ ସୋଚତି ।
- ୧୦ । ଇଞ୍ଜ ଅଞ୍ଜଂପି ପୁଚ୍ଛସୁ ପୁଥୁ ସମଂ ବ୍ରାହ୍ମଣେ,
ଯଦି ସଚ୍ଚା ଦମା ଚାଗା ଧନ୍ତ୍ୟା ଶିୟୋ ନ ବିଜ୍ଞାତି ।
- ୧୧ । କଥଂ ନୁ'ଦାନି ପୁଚ୍ଛେୟାଂ ପୁଥୁ ସମଂ ବ୍ରାହ୍ମଣେ,
ସୋ'ହଂ ଅଜ୍ଞଂ ପଜାନାମି ଯୋ ଅଥୋ ସମ୍ପରାୟିକୋ ।
- ୧୨ । ଅଥାୟ ବତ ମେ ବୁଦ୍ଧୋ ବାସାୟାଲବିମାଗମି,
ସୋ'ହଂ ଅଜ୍ଞଂ ପଜାନାମି ଯଥା ଦିନ୍ନଂ ମହପ୍‌ଫଳଂ ।
- ୧୩ । ସୋ'ହଂ ବିଚରସ୍‌ସାମି ଗାମାଗାମଂ ପୁରାପୁରଂ,
ନମସ୍‌ସମାନୋ ସନ୍ଧୁଦ୍ଧଂ ଧମ୍ମସ୍‌ସ ଚ ସୁଧମ୍ମତଂ'ତି ।

১৪। এবং বত্না আলবকো যক্থো ভগবন্তং এতদবোচ- অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয়্যাথাপি ভো গোতম! নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জিয়া, পটিচ্ছগ্গং বা বিবরেয়্যা, মূলহস্স বা মগ্গং আচিকখেয়্যা, অক্ককারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয়্যা, চক্কুমন্তো রূপানি দক্কখিত্তী'তি।

১৫। এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেক পরিয়ায়েন ধম্মো পকাসিতো, এসা'হং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি, ধম্মঞ্চ ভিক্কুসজ্জঞ্চ, উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু, অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতন্তি।

বাংলায় অনুবাদ

আমি এরূপ শুনেছি-এক সময় তথাগত বুদ্ধ আলবী নামক স্থানে যক্ষ আলবকের ভবনে গিয়ে অবস্থান করলেন। এমনি সময় আলবক যক্ষ ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এরূপ বললেন-‘শ্রমণ, বাইরে এস।’ ‘সাধু বন্ধু’ বলে ভগবান বাইরে আসলেন। ‘শ্রমণ, প্রবেশ কর।’ ‘সাধু বন্ধু’ বলে ভগবান ভিতরে প্রবেশ করলেন। দ্বিতীয়বার আলবক যক্ষ ভগবানকে বললেন-‘শ্রমণ, বাইরে এস।’ ‘সাধু বন্ধু’ বলে ভগবান বাইরে আসলেন। ‘শ্রমণ’ ভিতরে প্রবেশ কর।’ ‘সাধু বন্ধু’ বলে ভগবান ভিতরে প্রবেশ করলেন। তৃতীয়বার আলবক যক্ষ ভগবানকে বললেন-‘শ্রমণ, বাইরে এস।’ ‘সাধু বন্ধু’ বলে ভগবান বাইরে আসলেন। ‘শ্রমণ, ভিতরে প্রবেশ কর।’ ‘সাধু বন্ধু’ বলে ভগবান প্রবেশ করলেন। চতুর্থবার আলবক যক্ষ ভগবানকে বললেন-‘শ্রমণ, বাইরে এস।’ ‘বন্ধু, আমি তোমার নিকট আর আসব না, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার।’

‘শ্রমণ, আমি তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। তুমি যদি উত্তর না দাও, তাহলে তোমার চিত্তকে উদভ্রান্ত করব, অথবা তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করব, অথবা পাদদ্বয় বন্ধন করে তোমাকে গঙ্গার অপর পাড়ে নিক্ষেপ করব।’

‘বন্ধু, দেব ও মনুষ্যলোকে, মার ও ব্রহ্মলোকে, বর্তমান শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকূলে, দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে এমন কাকেও দেখছি না, যে আমার চিত্তকে উদভ্রান্ত করতে পারে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ করতে পারে, অথবা আমার পাদদ্বয় বন্ধন করে আমাকে গঙ্গার অপর পাড়ে নিক্ষেপ করতে পারে। তথাপি বন্ধু, তুমি যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর। তদনন্তর আলবক যক্ষ ভগবানকে গাথায় বললেন-

২। ‘এ জগতে পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত কি? কোন বস্তু সুসংগৃহীত হয়ে সুখদায়ক হয়? কোন মিষ্ট বস্তু সর্বাপেক্ষা রসনাতৃপ্তিকর, কি প্রকারে জীবন যাপন করলে শ্রেষ্ঠ জীবন বলে কথিত হয়?

৩। ‘শ্রদ্ধা এ জগতে পুরুষের শ্রেষ্ঠ বিত্ত। ধর্ম সুসংগৃহীত হয়ে সুখবিধায়ক হয়। সত্য সর্বাপেক্ষা মিষ্টবস্তু; প্রজ্ঞাজীবীর জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন বলে কথিত হয়।’

৪। 'কি প্রকারে প্লাবন অতিক্রম করতে হয়? কি প্রকারে অর্ণব উত্তীর্ণ হতে হয়? কি প্রকারে দুঃখ জয় করতে হয়? কি প্রকারে পবিত্রতা লাভ করা যায়?'

৫। 'শ্রদ্ধা দ্বারা প্লাবন অতিক্রম করা যায়। অপ্রমাদ দ্বারা অর্ণব উত্তীর্ণ হতে হয়। বীর্যের দ্বারা দুঃখ জয় করতে হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা পবিত্রতা লাভ সম্ভব।'

৬। কি প্রকারে প্রজ্ঞা লাভ করা যায়? কি প্রকারে ধন আহৃত হয়? কি প্রকারে কীর্তি লাভ হয়? কি প্রকারে মিত্র লাভ হয়? ইহলোক ও পরলোকে কি প্রকারে দুঃখ পরিহার করা সম্ভব?

৭। 'নির্বাণ প্রদায়ক শ্রেষ্ঠ ধর্মে বিশ্বাসী অপ্রমত্ত ও বিচক্ষণ হয়ে শ্রবণেচ্ছু হয়ে, প্রজ্ঞা লাভ করতে হয়।'

৮। 'প্রতিরূপকারী, ধুরবান, উদ্যমশীল ব্যক্তি ধন লাভ করেন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি কীর্তি লাভ করেন আর দানের দ্বারা মিত্র লাভ হয়।'

৯। 'সত্য, ধর্ম, ধৃতি ও ত্যাগ এই চতুর্বিধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধাবান গৃহস্থ ইহলোক ও পরলোকে দুঃখমুক্ত থাকেন।

১০। 'যাবতীয় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, এ জগতে সত্য, সংযম, ত্যাগ এবং ক্ষান্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু আছে কি না।'

১১। 'যাবতীয় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণকে আমি আর কি জিজ্ঞেস করবো? ভবিষ্যত জীবনে যা মঙ্গলপ্রদ তা আমি এখন অবগত হয়েছি।'

১২। 'আমার মঙ্গলের জন্যই বুদ্ধ বাসার্থে আলবী আগমন করেছিলেন। কি প্রকার দান মহাফলদায়ক হয়, তা আমি আজ জানলাম।'

১৩। 'সম্বুদ্ধ ও ধর্মের সুখ্যাতি বৃদ্ধির জন্য বন্দনা করে করে আমি গ্রাম হতে গ্রামে ও নগর হতে নগরে বিচরণ করবো।'

১৪। এ কথা বলে আলবক যক্ষ ভগবানকে বললেন—'হে গৌতম! বড়ই সুন্দরভাবে আপনার দ্বারা ধর্ম দেশিত হয়েছে। যেমন, হে গৌতম! কেউ অধোমুখে স্থাপিত পাত্র উপরিমুখী করে, আচ্ছাদিত বস্তুর আচ্ছাদন খুলে ফেলে, দিক্‌ভ্রান্তকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যেন চক্ষুশ্রান ব্যক্তি রূপসমূহ দর্শন করতে পারে।

১৫। একরূপে মহানুভব গৌতম দ্বারা অনেক প্রকারে ধর্ম দেশিত হলো। অদ্য হতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করছি। ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি ও সজ্ঞের শরণ গ্রহণ করছি। গৌতম আমাকে তাঁর উপাসক বলে অবধারণ করুন।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য :-

বর্তমানে মানুষের মধ্যে যক্ষ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নেই। বস্ত্রত যক্ষরা ছিল উত্তর ভারতের এক অসভ্য আদিম জাতি। তারা নরমাংসলোলুপ ও হিংস্র ছিল। তারা সুযোগ পেলে মানুষ হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করত।

তখন দক্ষিণ ভারতেও এরূপ নরমাংস খাদক একটি অসভ্য জাতি বাস করত। তাদিগকে রাক্ষস বলা হতো। পরবর্তীতে যক্ষ ও রাক্ষসেরা সুসভ্য হয়ে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে গেছে।

দসধম্ম সুত্তং

ভিক্ষুনাং গুণসংযুত্তং যং দেসেসি মহামুনি
যং সুত্তা পটিপজ্জন্তো সৰ্ব্ব দুক্খা পমুচ্চতি
সৰ্ব্বলোক হিতথায় পরিত্তং তং ভগাম হে।

এবং মে সুতং-একং সময়ং ভগবা সাবখিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তত্র খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি, ভিক্ষবো'তি। ভদন্তে'তি তে ভিক্ষু ভগবতো পচ্চস্সোসুং, ভগবা এতদবোচ-দস ইমে ভিক্ষবে ধম্মা পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বা। কতমে দস?

- ১। বেবণ্নিয়ম্হি অজ্জুপগতো'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।
 - ২। পরপটিবদ্ধা মে জীবিকা'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।
 - ৩। অঞঞো মে আকপ্পো করণীয়ো'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।
 - ৪। কচ্চি নু খো মে অত্তা সীলতো ন উপবদত্তী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।
 - ৫। কচ্চি নু খো মং অনুবিচ্চ বিঞ্ঞু সৱ্জ্জাচারী সীলতো ন উপবদত্তী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।
 - ৬। সৰ্ব্বেহি মে পিয়েহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।
 - ৭। কম্মস্সকোম্হি, কম্মদায়াদো, কম্মযোনি, কম্ম বন্ধু, কম্ম পটিসরণো-যং কম্মং করিস্সামি, কল্যাণং বা, পাপকং বা তস্স দায়াদো ভবিস্সামী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।
 - ৮। কতম্মুতস্স মে রত্তিং দিবা বীতিপতন্তী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।
 - ৯। কচ্চি নু খো'হং সূঞঞাগারে অভিরমামী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।
 - ১০। অথি নুখো মে উত্তরিমনুস্সধম্মা অলমরিয় এগণ দস্সন-বিসেসো অধিগতো, সোহং পচ্ছিমে কালে সৱ্জ্জাচারীহি পুটঠো মঙ্কু ন ভবিস্সামী'তি পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।
- ইমে খো ভিক্ষবে দসধম্মা পব্বজিতেন অভিগ্হং পচ্চবেক্খিতব্বা'তি। ইদমবোচ ভগবা অন্তমনা তে ভিক্ষু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি।

বাংলায় অনুবাদ

মহামুনি বুদ্ধ ভিক্ষুদের গুণসংযুক্ত যে দশধর্ম সূত্র দেশনা করেছিলেন এবং যা শুনে তদনুযায়ী আচরণ করলে সর্বদুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, সর্বলোকের কল্যাণের জন্য সেই দশ ধর্ম সূত্র পাঠ করছি।

‘আমি এরূপ শুনেছি, এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তথায় একদিন ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, “ভিক্ষুগণ!” অনন্তর তথায় উপস্থিত ভিক্ষুগণ “ভদন্ত” বলে প্রত্যুত্তর জানালেন এবং ভগবানের দেশনা শুন্যে মনোনিবেশ করলেন।

ভগবান ভিক্ষুগণকে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, এই দশটি ধর্ম প্রব্রজিতগণের সর্বদাই পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।”

১। ‘আমি বিবর্ণ বা বিরূপভাব প্রাপ্ত হয়ে ভিক্ষু শ্রামণের কূলে উপগত হয়েছি’, এটা প্রব্রজিতগণের সব সময় পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

২। ‘আমার জীবিকা পরের উপর নির্ভরশীল।’ এটা প্রব্রজিতগণের সর্বদা পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

৩। ‘আমার গমনাগমন গৃহিগণের মত না হয়ে শান্তেন্দ্রিয়, শান্তচিত্ত ও অধোচক্ষু সম্পন্ন হওয়া উচিত।’ এটা....কর্তব্য।

৪। ‘আমার চিত্ত শীল হতে বিচ্যুত হয়েছে বলে কেউ যেন প্রকাশ্যে নিন্দা করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে’ এটা....কর্তব্য।

৫। ‘যে কোন পণ্ডিত আমার সতীর্থ আমার শীল পর্যবেক্ষণ করে আমাকে শীলচ্যুত বলে অপবাদ করতে না পারেন’ এটাও....কর্তব্য।

৬। ‘সমস্ত প্রিয়বস্তু মনোজ্ঞ বিষয় হতে আমাকে একদিন পৃথক হতে হবে’ ইহাও....কর্তব্য।

৭। ‘কর্মই আমার সুহৃদ, কর্মই আমার উত্তরাধিকার, কর্মই আমার গতি, কর্মই আমার বন্ধু, কর্মই আমার আশ্রয়। কল্যাণ কর্ম বা পাপ কর্ম যে যেই কর্ম করবো সে তারই উত্তরাধিকারী হবো’ এটা....কর্তব্য।

৮। ‘কি রূপে আমার প্রতিদিন অতিবাহিত হচ্ছে’ এটা....কর্তব্য।

৯। ‘কখন কি প্রকারে আমি নির্জন স্থানে অভিরমিত হব’-প্রব্রজিতদের....কর্তব্য।

১০। ‘আমার নিকট আর্যদের আচরিত দশ কুশল কর্মপথ হতে শ্রেষ্ঠতর ধ্যানাদি আছে কি? কলুষ নাশে সমর্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান-উৎপাদক লোকোত্তর ধর্ম আমার অধিগত হয়েছে কি? কি কি গুণ লাভ করেছি তা জিজ্ঞাসিত হলে আমি যেন অধোমুখী না হই’-এটা সর্বদা প্রব্রজিতদের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

“ভিক্ষুগণ, এ দশটি ধর্ম প্রব্রজিতদের দ্বারা নিত্য পর্যবেক্ষণীয়।” ভগবান এরূপ বললেন। ভিক্ষুগণ ভগবানের দেশনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবানকে অভিনন্দন জানালেন।

অনন্তা লক্ষণ সুত্তং

ধম্মচক্কং পবত্তেত্তা আসালিয়ং হি পুণ্ণমে,
নগরে বারাণসিয়ং ইসিপতন বহয়ে বনে;
পাপেত্তা'দি ফলং নেসং, অনুক্কমেন দেসয়ি,
যন্তং পক্কথস্স পঞ্চম্যং, বিমুত্তথং ভগাম হে ।

এবং মে সুতং-একং সময়ং ভগবা বারাণসিয়ং বিহরতি ইসিপতনে মিগদায়ে
তত্র খো ভগবা পঞ্চবল্লিয়ে ভিক্কু আমত্তেসি-‘ভিক্কবো’তি । “ভদত্তে’ তি তে
ভিক্কু ভগবতো পচ্চস্সোসুং । ভগবা এতদবোচ-

১ । “রূপ ভিক্কবো! অনন্তা, রূপঞ্চ হিদং ভিক্কবো! অন্তা অভবিস্স, নয়িদং রূপং
আবাধায় সংবত্তেয়্য লব্ভেথ চ রূপে-“এবং মে রূপং হোতু, এবং মে রূপং মা
অহোসী’তি । যস্মা চ খো ভিক্কবো! রূপং অনন্তা তস্মা রূপং আবাধায় সংবত্ততি ;
ন চ লব্ভতি রূপে “এবং মে রূপং হোতু, এবং মে রূপং মা অহোসী’তি ।”

২ । বেদনা অনন্তাঃ- বেদনা চ হিদং ভিক্কবো! অন্তা অভবিস্স, নয়িদং বেদনা
আবাধায় সংবত্তেয়্য, লব্ভেথ চ বেদনায়-“এবং মে বেদনা হোতু, এবং মে বেদনা
মা অহোসী’তি ।” যস্মা চ খো ভিক্কবো! বেদনা অনন্তা, তস্মা বেদনা আবাধায়
সংবত্ততি, ন চ লব্ভতি বেদনায়ঃ “এবং মে বেদনা হোতু, এবং মে বেদনা মা
অহোসী’তি ।”

৩ । সঞ্ঞা অনন্তা ঃ সঞ্ঞা চ হিদং ভিক্কবো! অন্তা অভবিস্স, নয়িদং মে
সঞ্ঞা আবাধায় সংবত্তেয়্য, লব্ভেথ চ সঞ্ঞায়-“এবং মে সঞ্ঞা হোতু, এবং
মে সঞ্ঞা মা অহোসী’তি ।” যস্মা চ খো ভিক্কবো! সঞ্ঞা অনন্তা, তস্মা সঞ্ঞা
আবাধায় সংবত্ততি; ন চ লব্ভতি সঞ্ঞায়ঃ “এবং মে সঞ্ঞা হোতু, এবং মে
সঞ্ঞা মা অহোসী’তি ।

৪ । সজ্জারা অনন্তা ঃ সজ্জারা চ ইদং ভিক্কবো! অন্তা অভবিস্সংসু, নয়িমে সজ্জারা
আবাধায় সংবত্তেয়্য; লব্ভেথ চ সজ্জারেসু: ‘এবং মে সজ্জারা হোন্ত, এবং মে
সজ্জারা মা অহেসুত্তি ।” যস্মা চ ভিক্কবো! সজ্জারা অনন্তা, তস্মা সজ্জারা আবাধায়
সংবত্ততি, ন চ লব্ভতি সজ্জারেসু, “এবং মে সজ্জারা হোন্ত, এবং মে সজ্জারা মা
অহেসুত্তি ।”

৫ । বিঞ্ঞাণং ভিক্কবো অনন্তা, বিঞ্ঞাণঞ্চ ইদং ভিক্কবো অন্তা অভবিস্স ।
নয়িদং বিঞ্ঞাণং আবাধায় সংবত্তেয়্য । লব্ভেথ চ বিঞ্ঞাণে : “এবং মে
বিঞ্ঞাণং হোতু; এবং মে বিঞ্ঞাণং মা অহোসী’তি ।” যস্মা চ খো ভিক্কবো!
বিঞ্ঞাণং অনন্তা, তস্মা বিঞ্ঞাণং আবাধায় সংবত্ততি । ন চ লব্ভতি বিঞ্ঞাণে:
“এবং মে বিঞ্ঞাণং হোতু; এবং মে বিঞ্ঞাণং মা অহোসী’তি ।”

৬। “তং কি মঞ্ণেথ ভিক্ষবে! রূপং নিচ্চং বা অনিচ্চং বা’তি?” অনিচ্চং ভন্তে।”
 “যং পন অনিচ্চং, দুক্খং বা তং সুখং বা’তি?” দুক্খং ভন্তো।” “যং পন অনিচ্চং,
 দুক্খং বিপরিণাম ধম্মং, কল্লং ন তং সমনুপস্সিতং ‘এতং মম, এসো হমস্মিং,
 এসো মে অন্তা’তি?” “নোহেতং ভন্তে।”

৭। “বেদনা নিচ্চং বা অনিচ্চং বা’তি?”

“অনিচ্চং ভন্তে।”নো হেতং ভন্তে।

৮। “সঞ্ণেথ নিচ্চং বা অনিচ্চং বা’তি?”

“অনিচ্চং ভন্তে।” ...নো হেতং ভন্তে।

৯। “সংখারা নিচ্চং বা অনিচ্চং বা’তি?”

“অনিচ্চং ভন্তে।”.... নো হেতং ভন্তে।”

১০। “বিঞ্ণেথ নিচ্চং বা অনিচ্চং বা’তি?”

“অনিচ্চং ভন্তে।”.... নো হেতং ভন্তে।”

১১। তস্মাহিত ভিক্ষবে! যং কিঞ্চি রূপং অতীত-অনাগত-পচ্ছপ্পনুং, অজ্জত্তং বা,
 বহিদ্ধা বা, ওলারিকং বা, সুখুমং বা, হীনং বা, পণীতং বা, যং দূরে বা সন্তিকে বা,
 সৰ্বং রূপং নেতং মম, নেসো হমস্মি, ন মে সো অন্তা’তি।

১২। যা কচি বেদনা অতীত-অনাগত পচ্ছপ্পনুং, অজ্জত্তং বা, বহিদ্ধা বা, ওলারিকং
 বা, সুখুমং বা, হীনং বা, পণীতং বা, দূরে বা, সন্তিকে বা সৰ্ব বেদনা নেতং মম, নে
 সো হমস্মি, ন মে সো অন্তা’তি। এবমেতং যথাভূতং সম্মপ্পঞ্ণায় দট্ঠকং।

১৩। “যা কচি সঞ্ণেথ.... সৰ্ব সঞ্ণেথ... অন্তা’তি এবমেতং যথাভূতং সম্মপ্পঞ্ণায়
 দট্ঠকং।”

১৪। “যা কচি সংখারা....সৰ্ব সংখারা.....অন্তা’তি। এবমেতং যথাভূতং
 সম্মপ্পঞ্ণায় দট্ঠকং।”

১৫। “যং কিঞ্চি বিঞ্ণেথ... সৰ্ব বিঞ্ণেথ....অন্তা’তি। এবমেতং যথাভূতং
 সম্মপ্পঞ্ণায় দট্ঠকং।”

১৬। “এবং পস্ংসং ভিক্ষবে! সুত বা অরিয়সাবকো রূপস্মিং পি নিব্বিন্দতি,
 বেদনায়পি নিব্বিন্দতি, সঞ্ণেথায়পি নিব্বিন্দতি, সংখারে সুপি নিব্বিন্দতি। নিব্বিন্দং
 বিরজ্জতি, বিমুত্তমহীতি, এগ্গং হোতি, খীণা জাতি, ব্ৰুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করণীয়ং
 ন পরং ইথত্তায়া’তি পজানতী’তি।” ইদমবোচ ভগবা অন্তমনা তে পঞ্চবগ্নিয়া ভিক্ষু
 ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি। ইমস্মিং চ পন বেয়াকরণস্মিং ভঞ্ণেথানে পঞ্চ
 বগ্নিয়ানং ভিক্ষুনং অনুপাদায় আসবেহি চিত্তানি বিমুচ্চিসু।

বাংলায় অনুবাদ

আয়ুস্মান কৌণ্ডিন্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করে সংশয়মুক্ত হয়ে আত্মপ্রত্যয় লাভ করলেন। অতঃপর ভগবান অবশিষ্ট ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। এ উপদেশ এবং অনুশাসন প্রদানের পর আয়ুস্মান বগ্ন ও ভদ্রিয়ার বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হল। বুঝতে পারলেন— যা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী। ভগবান ভিক্ষুদের আহরিত ভিক্ষান্ন ভোজন করে অবশিষ্ট ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ ও ধর্মানুশাসন প্রদান করতে লাগলেন। তিন জন ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন দ্বারা ছয়জন ভিক্ষু দিনযাপন করতেন। অতঃপর ভগবান আয়ুস্মান মহানাম এবং অশ্বজিতকে ধর্মোপদেশ প্রদান করছিলেন। ভগবানের ধর্মোপদেশে আয়ুস্মান মহানাম এবং অশ্বজিতেরও বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু লাভ হল— যা কিছু সমুদয়ধর্মী তা সবই বিলয়ধর্মী। এক্ষেপে ভিক্ষুগণ ধর্ম প্রত্যক্ষ করে সংশয়মুক্ত হয়ে আত্মপ্রত্যয় লাভ করলেন। ভগবান তাঁদের আরও বললেন— এসো ভিক্ষুগণ, সুব্যাখ্যাত ধর্ম জ্ঞাত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধন কর।

১। অতঃপর ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন— “হে ভিক্ষুগণ! রূপ অনাত্ম, আত্মা নহে। যদি রূপ আত্মা হত তবে তা পীড়ার কারণ হত না, এবং রূপে এরূপ অধিকার লাভ করা যেত— ‘রূপ আমার এরূপ হোক, আমার রূপ এরূপ না হোক। যেহেতু রূপ আত্মা নহে, সেহেতু রূপ পীড়ার কারণ হয়ে থাকে এবং আমার রূপ এরূপ হোক ওরূপ না হোক’—এ অধিকার লাভ হয় না।

২। হে ভিক্ষুগণ! বেদনা অনাত্মা, আত্মা নহে। যদি বেদনা আত্মা হত তবে তা পীড়ার কারণ হত না এবং বেদনায় এরূপ অধিকার লাভ করা যেত, ‘আমার বেদনা এরূপ হোক, আমার বেদনা এরূপ না হোক।’ যেহেতু বেদনা আত্মা নহে, সেহেতু বেদনা পীড়ার কারণ হয়ে থাকে এবং আমার বেদনা এরূপ না হোক, ওরূপ হোক’— এই অধিকার লাভ হয় না।

৩। সংজ্ঞা অনাত্মা, আত্মা নহে। যদি সংজ্ঞা আত্মা হত তবে তা পীড়ার কারণ হত না এবং সংজ্ঞায় এরূপ অধিকার লাভ করা যেত— ‘আমার সংজ্ঞা এরূপ হোক, আমার সংজ্ঞা এরূপ না হোক।’ যেহেতু সংজ্ঞা আত্মা নহে, সেহেতু সংজ্ঞা পীড়ার কারণ হয়ে থাকে এবং আমার সংজ্ঞা এরূপ না হোক, ওরূপ হোক, এই অধিকার লাভ হয় না।

৪। সংস্কার অনাত্মা, আত্মা নহে। যদি সংস্কার আত্মা হত তবে তা পীড়ার কারণ হত না এবং সংস্কারে এরূপ অধিকার লাভ করা যেত— ‘আমার সংস্কার এরূপ হোক, আমার সংস্কার এরূপ না হোক।’ যেহেতু সংস্কার আত্মা নহে, সেহেতু সংস্কার পীড়ার কারণ হয়ে থাকে এবং ‘আমার সংস্কার এরূপ হোক, ওরূপ না হোক’ এই অধিকার লাভ হয় না।

৫। ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞান অনাত্মা, আত্মা নহে। যদি বিজ্ঞান আত্মা হত তবে তা পীড়ার কারণ হত না এবং বিজ্ঞানে এরূপ অধিকার লাভ করা যেত—‘আমার বিজ্ঞান এরূপ হোক, আমার বিজ্ঞান ওরূপ না হোক।’ যেহেতু বিজ্ঞান অনাত্মা, সেহেতু বিজ্ঞান পীড়ার কারণ হয়ে থাকে এবং ‘আমার বিজ্ঞান এরূপ হোক, ওরূপ না হোক, এ অধিকার লাভ হয় না।

৬। ‘হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর রূপ নিত্য কিংবা অনিত্য? ‘অনিত্য ভন্তে।’ তা দুঃখ কিংবা সুখ? ‘দুঃখ ভন্তে।’ ‘যা অনিত্য ও বিপরীণামধর্মী (পরিবর্তনশীল) তা কি তোমরা এটা আমার, এটা আমি, এটাই আমার আত্মা’, এরূপ দেখতে পারো?’ ‘না ভন্তে, এরূপ দেখতে পারি না।’

৭। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে করো বেদনা নিত্য কিংবা অনিত্য? ‘অনিত্য ভন্তে।’ তা দুঃখ কিংবা সুখ। ‘দুঃখ ভন্তে।’ ‘যা অনিত্য ও বিপরীণামধর্মী তা কি তোমরা ‘এটা আমার, এটা আমি, এটাই আমার আত্মা’ এরূপ দেখতে পার?’ ‘না ভন্তে। আমরা এরূপ দেখতে পাবি না।’

৮। ‘হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে করো সংজ্ঞা নিত্য কিংবা অনিত্য? ‘অনিত্য ভন্তে।’ ‘তা দুঃখ কিংবা সুখ?’ ‘দুঃখ ভন্তে, যা অনিত্য ও বিপরীণামধর্মী তা কি তোমরা ‘এটা আমার, এটা আমি, এটাই আমার আত্মা’ এরূপ দেখতে পারো?’ ‘না ভন্তে’ আমরা এরূপ দেখতে পারি না।

৯। ‘হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর-সংস্কার নিত্য কিংবা অনিত্য? ‘অনিত্য ভন্তে।’ ‘তা দুঃখ কিংবা সুখ?’ ‘দুঃখ ভন্তে।’ ‘যা অনিত্য ও বিপরীণামধর্মী তা কি তোমরা ‘এটা আমার, এটা আমি, এটাই আমার আত্মা’ এরূপ দেখতে পারো?’ ‘না ভন্তে। আমরা এরূপ দেখতে পারি না।’

১০। ‘হে ভিক্ষুগণ তোমরা কি মনে কর বিজ্ঞান নিত্য কিংবা অনিত্য।’ ‘অনিত্য ভন্তে।’ তা দুঃখ কিংবা সুখ? ‘দুঃখ ভন্তে।’ ‘যা অনিত্য ও বিপরীণামধর্মী তা কি তোমরা ‘এটা আমার, এটা আমি, এটাই আমার আত্মা’ এরূপ দেখতে পারো?’ ‘না ভন্তে’। আমরা এরূপ দেখতে পারি না।’

১১। “তাই হে ভিক্ষুগণ! অতীত, অনাগত, বর্তমান রূপ, অধ্যাত্ম বা বাহ্যরূপ, স্থূল বা সূক্ষ্ম রূপ, হীন বা উৎকৃষ্ট রূপ, দূরবর্তী বা নিকটস্থ রূপ তা আমি নহে, তা আমার আত্মাও নহে। এরূপে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দেখতে হবে।”

১২। অতীত-অনাগত-বর্তমান বেদনা, অধ্যাত্ম বা বাহ্য, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটস্থ বেদনা তা আমি নহে, তা আমার আত্মাও নহে। এরূপে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দেখতে হবে।”

১৩। “অতীত-অনাগত-বর্তমান সংজ্ঞা অধ্যাত্ম বা বাহ্য স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটস্থ সংজ্ঞা তা আমি নহে, তা আমার আত্মাও নহে। এরূপে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দেখতে হবে।”

১৪। অতীত-অনাগত-বর্তমান সংস্কার নিকটস্থ সংস্কার অধ্যাত্ম বা বাহ্য স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরবর্তী বা নিকটস্থ সংস্কার তা আমি নহে, তা আমার আত্মাও নহে। এরূপে বিষয়টি যথাযথভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দেখতে হবে।”

১৫। অতীত-অনাগত-বর্তমান বিজ্ঞান.....নিকটস্থ বিজ্ঞান.....আত্মাও নহে।এরূপ.....দেখতে হবে।

১৬। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক (বিষয়গুলোকে) এরূপে দেখে রূপে নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, বেদনায় নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, সংজ্ঞায় নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, সংস্কারে নির্বেদ প্রাপ্ত হয় এবং বিজ্ঞানে নির্বেদপ্রাপ্ত হয়। নির্বেদ হেতু বীতরাগ হয়; বীতরাগ হেতু বিমুক্ত হয়; বিমুক্ত হলে বিমুক্ত হয়েছে বলে জ্ঞান হয়। জন্মবীজ ক্ষীণ হয়েছে; ব্রহ্মচর্য পালিত হয়েছে; করণীয় কর্ম কৃত হয়েছে। অতঃপর এই সংসারে আর পুনরাগমন করতে হবে না বলে প্রকৃতরূপে জানতে পারে।

এরূপ ভাসিত হলে পঞ্চবর্ণীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণকে প্রীত মনে অভিনন্দিত করলেন। এই ভাষণের পর পঞ্চবর্ণীয় ভিক্ষুগণ আসব (তৃষ্ণা) মুক্ত হলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

বৌদ্ধধর্ম মতে, আমাদের জীবন পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়ে গঠিত। এই পঞ্চ স্কন্ধ ছাড়া অন্য কিছু এতে নেই।

আমাদের শরীরের (১) মাটি, (২) জল, (৩) তেজ (উষ্ণতা ও শীতলতা) এবং (৪) বায়ু— এই চারটি ধাতু বা পদার্থ আমাদের কর্ম, চিন্তা, ঋতু ও আহার এই চারটির প্রভাবে বর্ধিত হয়। মাটি (পৃথিবী), জল (অপ), উষ্ণতা ও শীতলতা (তেজ) এবং বায়ু এই চারটি পদার্থে গঠিত আমাদের যে শরীর তা বৌদ্ধ ধর্মীয় ভাষায় ‘রূপ স্কন্ধ’ নামে অভিহিত। রূপের অপর নাম চারি মহাভূত। রূপ নিত্য পরিবর্তনশীল। রূপ জড় পদার্থ।

অপর ‘চার স্কন্ধ’ হল বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই চার স্কন্ধকে ‘নাম’ বলা হয়। আমাদের শরীরের ৬টি অনুভূতি প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়া ও মন এর সাথে বহিরাগত যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও মনের চিন্তা বা ধর্মাদি বিষয়বস্তুর সংযোগের ফলে চিত্তের সহজাত সুখ-দুঃখ উপেক্ষাদি শারীরিক ও মানসিক অনুভূতি হল বেদনা। আলম্বন বা বিষয়ের রস আশ্বাদনই বেদনার কাজ। কোন আলম্বন বা বিষয় প্রথমে যেভাবে প্রতিভাত হয়, সে ভাবে জানাই সংজ্ঞা। বস্তু বা বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা দেয়াই সংজ্ঞার কাজ। বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত লোভ দ্বেষ, মোহাদি অবশিষ্ট ৫০ প্রকার সদ-অসৎ চিন্তা বৃত্তিকে সংস্কার হিসাবে গণ্য করা হয়। আমাদের অভ্যন্তর আয়তন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়া ও মনের সাথে আলম্বনের সংস্পর্শে উৎপন্ন বেদনা ও সংজ্ঞার স্মৃতি চিত্তের

গভীরে প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে সঞ্চিত হলে সংস্কারে পরিণত হয়। আর বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার, এই ত্রিবিধ মানসিক অবস্থা যার আশ্রয় ও কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা মন বা বিজ্ঞান নামে অভিহিত। একত্রিশ প্রকার লৌকিক চিত্ত ও চৈতন্য নিয়ে বিজ্ঞান স্কন্ধ গঠিত। অতএব পঞ্চস্কন্ধ তথা নাম-রূপ হল জড় ও চেতনের সমন্বয়ে গঠিত একটি জীবনপ্রবাহ। এই জীবন প্রবাহ এর প্রতিটি স্কন্ধই পরিবর্তনশীল। এতে অপরিবর্তনীয় কিছু নেই। উপনিষদের ঋষিদের অভিমত-জীবদেহে ‘আত্মা’ আছে, যা নিত্য, ধ্রুব, শাস্বত, অপরিবর্তনীয়, অজর, অমর ও অক্ষয়। জীবের মৃত্যুর পরও এই ‘আত্মা’ অপরিবর্তিত থাকে এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। তাঁদের মতে, এই ‘আত্মা’ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং ঈশ্বরের বিচারে পরিণামে স্বর্গে কিংবা নরকে বাস করে। প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ডঃ ওয়ালাপুলা রাহুলের ভাষায়—What in general is suggested by soul, self, Ego or to use the Sanskrit expression Atman, is that in man there is a permanent everlasting and absolute entity, which is the unchanging substance behind the changing phenomenal world. According to some religions, each individual has such a separate soul which is created by god, and which, finally after death, lives eternally either in hell or heaven, its destiny depending on the judgement of its creator. According to others, it goes through many lives till it is completely purified and becomes finally united with God or Brahman, Universal soul or Atman from which it originally emanated.....

Buddhism stands unique in the history of human thought in denying the existence of such a Soul, Self or Atman. According to the teaching of the Buddha, the idea of a self is an imaginary, false belief, which has no corresponding reality, and it produces harmful thoughts of ‘me’ and ‘mine’, selfish desire, craving, attachment, hatred, ill-will, conceit, pride, egoism, and other defilements, impurities and problems. It is the source of all the troubles in the world from personal conflicts to wars between nations. In short, to this false view can be traced all the evil in the world.” [What the Buddha Taught-By Dr. Walpola Rahula Page 51]

কিন্তু বুদ্ধ মানুষের মধ্যে এরূপ নিত্য, শাস্বত, অপরিবর্তনীয়, অজর, অমর ও অক্ষয় কোন কিছু দেখতে পাননি। তিনি আমাদের পঞ্চস্কন্ধে-রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা,

সংস্কার ও বিজ্ঞান-এর কোনটাতেই তথাকথিত 'আত্মা' দেখতে পাননি। তাই বুদ্ধ বললেন, অপরিবর্তনীয় কিছুই নেই, সবই অনিত্য, অনাত্মা ও অধ্রুব। বুদ্ধবাণী বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনসত্য। বিজ্ঞান প্রমাণিত সত্যে বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনও প্রমাণিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, প্রমাণিত হয় না, সেই ঈশ্বর, আত্মা বুদ্ধের দর্শনে অস্বীকৃত। 'অনাত্মা লক্ষণ' সূত্রে তা দেখানো হয়েছে।

ধর্মপদ মল বগ্গো

মল শব্দের অর্থ বিষ্ঠা, ময়লা, ক্লেদ, কলঙ্ক, মালিন্য, পাপ, অবিদ্যা ইত্যাদি। পালি সাহিত্যে ক্লেশ, পাপ ইত্যাদিকে মল বলা হয়েছে।

মানুষ যখন রাগ, দ্বেষ ও মোহগ্রস্ত হয় এবং তৃষ্ণার দহনে দক্ষীভূত হতে থাকে তখনই তাদের মলরূপ পাপ উৎপন্ন হয়। তখন তারা নিজের দোষ দেখতে পায় না। সর্বদাই পরের দোষ অব্বেষণ করে এবং পরের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে আনন্দ পায়।

এ পাপমল কিভাবে অল্প অল্প অপসারণ করে মুক্তির সোপানে পৌছা যায়, তারই বিশদ বিবরণ এ বর্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূল গাথা ও অনুবাদ :

১. পণ্ডুপলাসো'ব দানি'সি, যমপুরিসাপি চ তং উপট্ঠিতা,
উযোগমুখে চ তিট্ঠসি পাথেয়ম্পি তে ন বিজ্জতি।

২. সো করোহি দীপমন্তনো খিঞ্জং বায়াম পণ্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো দিব্বং অরিয়ভূমিমেহিসি।

— এখন তুমি (পতনোন্মুখ) পাণ্ডুপত্রের ন্যায় হয়েছে; যমদূতেরা তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। তুমি এখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে, অথচ তোমার নিকট (প্রয়োজন মত) পাথেয় (সঞ্চিত পুণ্য) নেই। সুতরাং (সময়ক্ষেপ না করে) তুমি নিজের জন্য দ্বীপ (সুরক্ষিত আশ্রয়) গঠন কর। তজ্জন্য অবিলম্বে পণ্ডিত ব্যক্তির মত উদ্যম কর। তুমি নির্মল নিষ্কাম হয়ে দিব্য আর্থভূমিতে (ব্রহ্মলোকে) উপনীত হও (অর্থাৎ ব্রহ্মবিহার কর)।

৩. উপনীতবয়ো চ দানিসি সম্পয়াতো'সি যমস্ সন্তিকে,
বাসোপি চ তে নখি অন্তরা পাথেয়ম্পি তে ন বিজ্জতি।

৪. সো করোহি দীপমন্তনো খিঞ্জং বায়াম পণ্ডিতো ভব,
নিদ্ধন্তমলো অনঙ্গণো ন পুন জাতিজরং উপেহিসি।

- এখন তোমার বয়স হয়েছে; মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছ। পথিমধ্যে তোমার কোন বিশ্রাম স্থান নেই অথচ তোমার পাথেয় সঞ্চিত নেই। অতএব (কালবিলম্ব না করে) তুমি নিজের জন্য পুণ্যরূপ দ্বীপ (আশ্রয় স্থান) গঠন কর। সত্ত্বর উদ্যোগী ও জ্ঞানীর মত নির্মল ও তৃষ্ণামুক্ত হয়ে কুশল কর্ম কর। তাহলে পুনরায় জন্ম-জরার অধীন হবে না।

৫. অনুপুঙ্কেন মেধাবী থোকং থোকং খণে খণে

কম্মারো রজতস্বেব নিক্কেমে মলমত্তনো।

- স্বর্ণকার যেমন বারংবার উত্তাপের মাধ্যমে রজতের মল পরিহার করে, তেমনিভাবে মেধাবী ব্যক্তিও ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করে নিজের মল (নিজের দোষ অর্থাৎ পাপচিন্তা ও পাপ কর্ম) দূর করবেন।

৬. অয়সা'ব মলং সমুট্ঠিতং তদুট্ঠায় তমেব খাদতি,

এবং অতিধোনচারিনং সক কম্মানি নয়ন্তি দুগ্গতিং।

- লৌজহাত ময়লা (মরিচা) যেমন নিজ উৎপত্তিস্থানকেই (লৌহকে) ক্ষয় করে তেমনি অত্যাচারী (অন্যায়কারী) ব্যক্তিকে স্বকৃত অন্যায় কর্মসমূহই দুর্গতিগ্রস্ত করে।

৭. অসজ্জায় মলা মন্তা অনুট্ঠানমলা ঘরা,

মলং বণ্ণস্ স কোসজ্জং পমাদো রক্খতো মলং।

- পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা মন্তের (সূত্র ইত্যাদির) মল (ভুলে যাওয়ার মত ক্ষতি), অনুদ্যম অর্থাৎ উদ্যম না করা গৃহবাসের মল, আলস্য শারীরিক মল (ক্ষতি) এবং প্রমাদ তথা অসাবধানতা রক্ষকের মল।

৮. মলিথিয়া দুচ্চরিতং মচ্ছেরং দদতো মলং,

মলা বে পাপকা ধম্মা অস্মিং লোকে পরম্হি চ।

- দুশ্চরিত্রতা স্ত্রীলোকের মল, মাৎসর্য (অহংকার) দাতার মল, ইহলোকে ও পরলোকে পাপকর্ম সমূহ মলস্বরূপ।

৯. ততো মলা মলতরং অবিজ্জা পরমং মলং,

এতং মলং পহত্বান নিম্মলা হোথ ভিক্খবো।

- এ সকল মল অপেক্ষা অধিকতর মল অবিদ্যা। ভিক্ষুগণ, এসব মল পরিহার করে তোমরা নির্মল হও।

১০. সুজীবং অহিরিকেন কাকসুরেন ধংসিনা,

পক্খন্দিনা পগব্ভেন সংকিলিট্ঠেন জীবিতং।

- যে ব্যক্তি খাদ্য সংগ্রহে নির্লজ্জ ও কাকের ন্যায় ধূর্ত, পরের অনিষ্টকারী, প্রগল্ভ এবং কলংকিত জীবন যাপন করে, তার পক্ষে জীবিকা নির্বাহ সহজ।

১১. হিরীমতা চ দুজ্জীবং নিচ্চং সুচিগবেসিনা,

অলীনেপ্পগব্ভেন সুদ্ধাজীবেন পস্সতা।

- যিনি পাপের প্রতি লজ্জা ও ভীতিপরায়ণ, সর্বদা জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করার চেষ্টা করেন, অপ্রগল্ভ ও শুদ্ধ জীবিকাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদৃশ ধার্মিকের জীবিকানির্বাহ কষ্টসাধ্য।

১২. যো পাণং অতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি,
লোকে আদিনুং আদিত্যতি পরদারঞ্চ গচ্ছতি।

১৩. সুরামেরেয়পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি,
ইধেবমেসো লোকস্মিং মূলং খণতি অন্তনো।

১৪. এবং ভো পুরিস, জানাহি পাপধম্মা অসঞ্ঞতা,
মা তং লোভো অধম্মো চ চিরং দুক্খায় রক্ষয়্যুং।

- যে ব্যক্তি প্রাণি হিংসা করে, মিথ্যা কথা বলে, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করে ও পরদার গমন করে এবং মদ, সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবনে আসক্ত হয়, ইহজীবনেই সে আপন সুখের মূল উৎপাটিত করে। হে মানব (পুরুষ/স্ত্রীলোক), এরূপ পাপধর্মে লিপ্ত হওয়ার কুফল সম্বন্ধে জেনে রাখ। লোভ ও অধর্ম অর্থাৎ অকুশল কর্ম যেন দীর্ঘকাল দুঃখভোগের নিমিত্ত তোমাকে অবরুদ্ধ না করে।

১৫. দদাতি বে যথাসদ্ধং যথাপসাদনং জনো,
তথ যো মণ্ডুকু ভবতি পরেসং পানভোজনে;
ন সো দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি।

১৬. যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং মূলঘাচ্চং সমূহতং,
স বে দিবা বা রত্তিং বা সমাধিং অধিগচ্ছতি।

- মানুষ স্বীয় শ্রদ্ধা বা প্রসন্নতা অনুসারে দান করে। তথায় যে ব্যক্তি অপরের খাদ্য ও পানীয় ভোজন দেখে ঈর্ষান্বিত হয়, সে দিনে বা রাতে কদাপি সমাধি লাভ করতে পারে না। কিন্তু যাঁর সেই ঈর্ষা সমুচ্ছিন্ন ও মূলোৎপাটিত হয়ে বিনষ্ট হয়েছে, তিনিই দিনে ও রাতে সব সময় সমাধি লাভ করে থাকেন।

১৭. নখি রাগসম্মো অগ্গি নখি দোস্সম্মো গহো,
নখি মোহসমং জালং নখি তণ্হাসম্মা নদী।

- আসক্তির মতো অগ্নি নেই, দ্বেষ সম গ্রহ (গ্রাসকারী) নেই, মোহের সমান জাল নেই এবং তৃষ্ণার সমান নদী নেই।

১৮. সুদস্সং বজ্জমঞ্ঞেসং অন্তনো পন দুদস্সং,
পরেসং হি সো বজ্জানি ওপুণ্যাতি যথাভুসং;
অন্তনো পন ছাদেতি কলিং'ব কিতবা সঠো।

- অপরের দোষ সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু নিজের দোষ দেখা কঠিন। মানুষ যেমনি শস্যের ভূমি বাতাসে উড়িয়ে দেয়, তেমনিভাবে (প্রজ্ঞাবান ছাড়া অন্য মানুষেরা) পরের দোষগুলিও প্রচার করে থাকে। আর ধূর্ত ব্যাধের আত্মগোপনের ন্যায় নিজের দোষ গোপন করে।

১৯. পরবজ্জানুপস্‌সিস্‌স নিচ্চং উজ্জমান সঞ্ঞো,

আসবা তস্‌স বড়্‌তত্তি আরা সো আসবক্‌খয়া ।

- যে ব্যক্তি সর্বদা পরের দোষান্বেষণ ও অপরকে ভৎসনা করে, তার আসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার আসবক্ষয় নাগালের বাইরে চলে যায় ।

২০. আকাসেব পদং নথি সমণো নথি বাহিরে,

পপঞ্চাভিরতা পজা নিপ্পপঞ্চা তথাগতা ।

- আকাশে যেমন পদচিহ্ন নেই, তেমনি (বুদ্ধশাসনের) বাইরে শ্রমণ (আর্যশ্রাবক) নেই । সাধারণ লোক (তৃষ্ণাদি) প্রপঞ্চে নিরত, কিন্তু তথাগতগণ নিঃপ্রপঞ্চ ।

২১. আকাসে ব পদং নথি সমণো নথি বাহিরে,

সংখারা সস্‌সতা নথি নথি বুদ্ধানমিঞ্ঞিতং ।

- আকাশে যেমন পদচিহ্ন নেই, তদ্রূপ আর্যমার্গের (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের) বহির্ভূত শ্রমণ নেই (অর্থাৎ যারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করে না, তারা শ্রমণ পদবাচ্য নহে,) সংস্কার সমূহ শাস্ত (স্থায়ী) নহে । আর বুদ্ধগণের চাঞ্চল্য নেই ।

তণ্‌হা বগ্‌গো

তণ্‌হা (তৃষ্ণা) হলো কামনা, বাসনা, প্রলোভন, ভোগেচ্ছা, লালসা ইত্যাদি । আমাদের শরীরের হয়টি অনুভূতি প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়া ও মন এর সাথে বহিরাযতন যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও মনের চিন্তা বা ধর্মাди বিষয়বস্তুর সংযোগের ফলে চিত্তের সহজাত সুখ-দুঃখ-উপেক্ষাদি শরীরিক ও মানসিক অনুভূতি হল বেদনা । বিষয় বা আলম্বনের রস আশ্বাদনই বেদনার কাজ । এই বেদনা হতেই প্রতি মুহূর্তে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয় । তৃষ্ণাই মানুষের দুঃখের কারণ । তৃষ্ণা ক্ষয় করতে পারলেই মানুষ দুঃখ হতে মুক্ত হয় এবং পরিণামে সুগতিপ্রাপ্ত হয় । তৃষ্ণা কিভাবে মানুষকে দক্ষ-বিদক্ষ করে এবং কিভাবে তৃষ্ণা বিমুক্ত হয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করা যায় তারই বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এ বর্গে ।

মূল গাথা ও অনুবাদ

১. মনুজস্‌স পমত্তচারিনো তণ্‌হা বড়্‌তত্তি মালুবা বিয়,

সো পুবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং'ব বনস্মিং বানরো ।

-প্রমত্তচারী মানুষের তৃষ্ণা মালুবা লতার ন্যায় দ্রুত বৃদ্ধি পায় । (বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে লাফালাফিকারী) বনের ফলান্বেষী বানরের মত সে ব্যক্তিও (তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে জন্ম হতে জন্মান্তরে) ধাবিত হয় । অর্থাৎ বার বার জন্মধারণ করে ।

২. যং এসা সহতে জন্মী তণ্হা লোকে বিসত্তিকা,
সোকা তস্‌স পবড্‌ত্তি অভিবট্ঠং'ব বীরণং ।
-জগতে এই অপকৃষ্ট বিষতুল্য তৃষ্ণা যাকে অভিভূত করে তার শোক (সংসার দুঃখ) বর্ষণসিক্ত বীরণ তৃণের ন্যায় বৃদ্ধি পায় ।
৩. সো চে তং সহতী জন্মিং তণ্হং লোকে দূরচ্চয়ং,
সোকা তম্‌হা পপতত্তি উদবিন্দু'ব পোক্তরা ।
- সংসারে যিনি এই নিকৃষ্ট ও দূরতিক্রম্য তৃষ্ণাকে বশীভূত করতে পারেন, পদ্মপত্র হতে জলবিন্দুর পতনের ন্যায় তার শোক অপসৃত হয় ।
৪. তং বো বদামি ভদ্বং বো যাবত্তে'খ সমাগতা,
তণ্হায় মলং খণথ উসীরথো'ব বীরণং,
মা বো নলং'ব সোতো'ব মারো ভঞ্জি পুনপ্পনং ।
-এখানে যারা সমাগত হয়েছে, তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত বলছি, উশীর মূল (গাছের সুগন্ধি মূল বিশেষ) লাভেচ্ছু ব্যক্তি যেমন বীরণ তৃণের মূল উৎপাটন করে, তেমনি তোমরাও তৃষ্ণার মূল উৎপাটন কর । নদীর স্রোত যেমন দু'কূলের নল বাঁশকে বার বার ভেঙ্গে ফেলে, সেরূপ মার যেন তোমাদিগকে বিধ্বস্ত না করে ।
৫. যথাপি মূলে অনুপদবে দলহে ছিন্‌পি রুক্‌খো পুনরেব রুহতি,
এবম্পি তণ্হানুসয়ে অণু হতে নিব্বত্ততি দূক্‌খমিদং পুনপ্পনং ।
-মূল উৎপাটিত না হলে ও দৃঢ় থাকলে ছিন্ন বৃক্ষ যেমন পুনরায় বৃদ্ধি পায়, সেরূপ তৃষ্ণার মূল বিনষ্ট না হলে দুঃখও পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় ।
৬. যসস ছত্রিংসতী সোতা মনাপস্‌সবনা ভুসা,
বাহা বহত্তি দুদ্দিট্ঠিং সঙ্কপ্পা রাগ্নিস্‌সিতা ।
- যার তৃষ্ণা নদী (ভোগ বাসনা) ছত্রিশ স্রোতে মনোরম হয়ে প্রবাহিত হয়, সেই ভ্রান্তদৃষ্টিপূর্ণ ব্যক্তিকে রাগাশ্রিত অভিলাষ স্রোত প্রবল বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ।
৭. সবত্তি সৰ্ব্বধি সোতা লতা উব্‌ভিজ্জ তিট্ঠতি,
তঞ্চ দিস্‌সা লতং জাতং মূলং পঞ্‌ঞায় ছিন্দথ ।
-তৃষ্ণা স্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়, তৃষ্ণালতা অঙ্কুরিত হয়ে থাকে, সেই অঙ্কুরিত তৃষ্ণালতা দেখলে প্রজ্ঞা দ্বারা উহার মূল ছেদন কর ।
৮. সরিতানি সিনেহিতানি চ সোমনস্‌সানি ভবন্তি জন্তনো,
তে সাতসিতা সুখেসিনো তে বে জাতিজরুপগা নরা ।
-জীবগণের সুখতৃষ্ণা ব্যাপক ও আনন্দদায়ক (মনে) হয় । যে-সকল মানুষ এরূপ স্বাদাসক্ত হয়ে সুখান্বেষী হয়, তারা বার বার জন্ম ও জরার কবলে পতিত হয় ।

৯. তসিণায় পুরকথতা পজা পরিসপ্পত্তি সসো'ব বাধিতো,
সএংএণাজনসঙ্গসত্তকা দুক্খমুপেত্তি পুনপ্পুনং চিরায়।
-তৃষ্ণাজড়িত জীবগণ পাশবদ্ধ শশকের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবিত হয়। সংযোজনে (আসক্তি-শৃঙ্খলে) আবদ্ধ হয়ে তারা চিরকাল পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে থাকে।
১০. তসিণায় পুরকথতা পজা পরিসপ্পত্তি সসো'ব বাধিতো
তস্মা তসিণং বিনোদয়ে ভিক্খু আকঙ্খী বিরাগমত্তনো।
-তৃষ্ণাবদ্ধ জীবগণ পাশবদ্ধ শশকের ন্যায় (সংসারাবর্তে) ঘুরছে। সুতরাং হে ভিক্ষু! স্থায়ী মুক্তি আকাজ্জ্বা করে তৃষ্ণার অপনোদন কর।
১১. যো নিক্কনথো বনাধিমুত্তো বনমুত্তো বনমেব ধাবতি
তং পুগ্গলমেব পস্সথ মুত্তো বন্ধনমেব ধাবতি।
-যে ব্যক্তি একদা গার্হস্থ্যবন্ধনমুক্ত ও তপোবনে অভিনিবিষ্ট ছিল সে বন্ধনমুক্ত হয়ে তৎ প্রতি ধাবিত হচ্ছে। ভিক্ষুগণ, তাদৃশ ব্যক্তিকে দেখ, সে মুক্ত হয়েও পুনরায় বন্ধনাভিমুখে ধাবিত হচ্ছে।
১২. নং তং দল্হং বন্ধনমাহু ধীরা যদায়সং দারুজং বব্বজঞ্চ,
সারত্তরত্তা মণিকুণ্ডলেসু পুত্তেসু দারেসু চ যা অপেক্খা।
১৩. এতং দল্হং বন্ধনমাহু ধীরা ওহারিনং সিথিলং দুপ্পমুঞ্চং,
এতম্পি ছেত্ত্বান পরিব্বজন্তি অনপেক্খিনো কামসুখং পহায়।
-জ্ঞানিগণ লৌহ, কাষ্ঠ কিংবা তৃণনির্মিত রজ্জুর বন্ধনকে দৃঢ় বন্ধন বলেন না। মণি-কুণ্ডল ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি সারতৃজ্ঞানে যে আসক্তি, পণ্ডিতেরা তাকেই দৃঢ় বন্ধন বলে বর্ণনা করেন। এই বন্ধন মানুষকে নিম্নদিকে আকর্ষণ করে এবং এই বন্ধন শিথিল হলেও তা মোচন করা দুঃসাধ্য। পণ্ডিতেরা এই বন্ধনকেও ছেদন করেন এবং কামসুখ বর্জন করে অনাসক্তভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।
১৪. যে রাগরত্তানুপত্তি সোতং সয়ং কতং মক্কটকো'ব জালং,
এতম্পি ছেত্ত্বান বজন্তি ধীরা অনপেক্খিনো সত্তদুক্খং পহায়।
-যারা রাগাসক্তিবশত (তৃষ্ণা) স্রোতর অনুবর্তন করে তারা মাকড়সার ন্যায় স্বরচিত জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। জ্ঞানিগণ ইহাও ছেদন করেন এবং সমস্ত দুঃখবর্জনের নিমিত্ত অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন।
১৫. মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো মজ্ঝে মুঞ্চ ভবসস পারগু,
সব্বথ বিমুক্তমানসো ন পুন জাতিজরং উপেহিসি।
-সম্মুখ, পশ্চাৎ ও মধ্য অর্থাৎ ভবিষ্যত, অতীত ও বর্তমানের সমস্ত কাম্যবস্তুর পরিত্যাগ করে সংসার জ্ঞানে পারদর্শী হও। সর্বদা বিমুক্তচিত্ত ব্যক্তি পুনরায় জন্ম-জরায় উপনীত হয় না।

১৬. বিতক্ক পমথিতস্স জন্তুনো তিব্বরাগস্স সুভানুপস্সিনো,
ভিয়ো তণ্হা পবড্‌ ততি এস থো দল্‌হং করোতি বন্ধনং ।
-বিতর্কপরায়ণ তীব্র রাগে অস্থির এবং সুখান্বেষী ব্যক্তির তৃষ্ণা উত্তরোত্তর
বৃদ্ধি পায় । এরূপ ব্যক্তি বন্ধনকেই দৃঢ় করে ।
১৭. বিতক্কুপসমে চ যো রতো অসুভং ভাবয়তি সদা সতো,
এস থো ব্যক্তিকাহিতি এসো ছেজ্জতি মারবন্ধনং ।
- যিনি বিতর্কের উপশমে রত এবং সতত স্মৃতিমান হয়ে দেহাদির অশুভ
চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই মারবন্ধন নিঃশেষ করেন, তিনি উহা ছেদন
করেন ।
১৮. নিট্ঠঙ্গতো অসন্তাসী বীত তণ্হো অনঙ্গণো,
অচ্ছিন্দি ভবসল্লানি অত্তিমো'য়ং সমুস্সয়ো ।
- যিনি লক্ষ্যে উপনীত, সন্তোষহীন, তৃষ্ণামুক্ত ও নিষ্কলুষ হয়েছেন, যার
ভবকণ্টক উচ্ছিন্ন হয়েছে, এটাই তাঁর অন্তিম দেহধারণ অর্থাৎ তাঁর আর
পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে না ।
১৯. বীততণ্হো অনাদানো নিরুত্তিপদ কোবিদো,
অক্‌খরানং সন্নিপাতং জঞ্‌ঞা পূব্বাপরানি চ,
স বে অন্তিম সারীরো মহাপঞ্‌ঞো (মহাপুরিসো) তি বুচ্চতি ।
- যিনি তৃষ্ণামুক্ত, অনাসক্ত, নিরুত্তি পদকুশল (অর্থাৎ ব্যাকরণ অনুযায়ী
শব্দার্থ নির্ণয়ে সুদক্ষ) এবং অক্ষর সমূহের সন্নিবেশ কৌশল ও পূর্বাপর
প্রয়োগ জানেন (অর্থাৎ জীবনসত্য সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হন), সেই অন্তিম দেহধারী
ব্যক্তিকে মহাপ্রাজ্ঞ (মহাপুরুষ) বলা হয় ।
২০. সৰ্ব্বাভিভু সৰ্ব্ববিদুহমস্মি, সৰ্ব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো,
সৰ্ব্বজ্ঞহো তণ্হক্‌খয়ে বিমুত্তো, সয়ং অভিঞ্‌ঞায় কমুদ্দিসেয়ুং ।
- আমি সর্বজয়ী, সর্ববিদ, সর্বধর্মে (সর্বাবস্থায়) নির্লিপ্ত, সর্বত্যাগী ও তৃষ্ণাক্ষয়
হেতু বিমুক্ত হয়েছি । সুতরাং স্বয়ং অভিজ্ঞ হয়ে আমি কাকে গুরু নির্দেশ
করব ।
২১. সৰ্ব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি সৰ্ব্বং রসং ধম্মরসো জিনাতি,
সৰ্ব্বং রতিং ধম্মরতি জিনাতি তণ্হক্‌খয়ো সৰ্ব্বদুক্‌খং জিনাতি ।
- ধর্মদান সকল দানকে জয় করে । ধর্মরস সকল রস অপেক্ষা উত্তম । ধর্মরতি
সকল রতিকে পরাভূত করে । তৃষ্ণাক্ষয়ে সকল দুঃখ জয় করা যায় ।
২২. হনন্তি ভোগা দুম্মেধং নো চে পারগবেসিনো,
ভোগ তণ্হায় দুম্মেধো হন্তি অঞ্‌ঞো'ব অন্তনং ।
- মুক্তিসন্ধানী না হলে ভোগসুখসমূহ অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে । দুর্মেধ
ভোগতৃষ্ণা বশত অন্যের ন্যায় নিজেরই অনিষ্ট করে ।

২৩. তিণ্‌দোসানি খেত্তানি, রাগদোসা অয়ং পজা,
তস্মা হি বীতরাগেসু দিন্নং হোতি মহপফলং ।
-তৃণদোষিত ক্ষেত্রে ফসল ভাল জন্মে না । ভোগানুরাগবশত এই জনসমাজ
কলুষিত হয় । সুতরাং বীতরাগ ব্যক্তিদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয় ।
২৪. তিণ্‌দোসানি খেত্তানি, দোসদোসা অয়ং পজা,
তস্মা হি বীতদোসেসু দিন্নং হোতি মহপফলং ।
-ক্ষেত্রসমূহ তৃণদোষে দূষিত হয় । এই জনগণ দ্বেষদোষে কলুষিত হয় ।
সেজন্য দ্বেষহীন ব্যক্তিদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলপ্রদ হয় ।
২৫. তিণ্‌দোসানি খেত্তানি, মোহদোসা অয়ং পজা,
তস্মা হি বীতমোহেসু দিন্নং হোতি মহপফলং ।
-ক্ষেত্রসমূহ তৃণদ্বারা নষ্ট হয় । এই জনগণ মোহদ্বারা বিনষ্ট হয় । তজ্জন্য
মোহমুক্ত ব্যক্তিদিগকে দান দিলে মহাফলপ্রদ হয় ।
২৬. তিণ্‌দোসানি খেত্তানি, ইচ্ছাদোসা অয়ং পজা,
তস্মা হি বিগতিচ্ছেসু দিন্নং হোতি মহপফলং ।
- ভূমি তৃণবহুল হলে নিষ্ফল হয় । মানুষ ইচ্ছা বা তৃষ্ণা দ্বারা কলুষিত হয় ।
সুতরাং অনাসক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয় ।

ভিক্ষু বগ্গৌ

ভিক্ষু পালি শব্দ । বাংলায় ভিক্ষু । বুদ্ধের অনুসারী উপসম্পদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে
ভিক্ষু বলা হয় । ভিক্ষুরা সংসারত্যাগী । ভিক্ষুরা সাধারণত পিণ্ডাচরণ করে জীবিকা
নির্বাহ করে থাকেন । ভিক্ষুকে বৌদ্ধ পরিভাষায় শ্রমণও বলা হয় । ভিক্ষু বর্গে ভিক্ষুর
স্বরূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে ।

মূল গাথা ও অনুবাদ

- চক্খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,
ঘাণেন সংবরো সাধু, সাধু জিব্‌হায় সংবরো ।
-চক্ষু সংযম সাধু (হিতকর), কর্ণ সংযম করো সাধু, ঘ্রাণ সংযম কর সাধু ও
জিহ্বা সংযম করো সাধু ।
২. কায়ো সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো,
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সৰ্বথ সংবরো;
সৰ্বথ সংবুতো ভিক্ষু সৰ্ব দুক্খা পমুচ্চতি ।
-কায়িক সংযত সাধু, বাচনিক সংযত সাধু, মানসিক সংযত সাধু, সর্বক্ষেত্রে
সংযত হয়ে চলো সাধু । সর্বক্ষেত্রে সংযত ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখ হতে বিমুক্ত
হয় ।

৩. হথ সঞ্ঞতো পাদ সঞ্ঞতো, বাচায় সঞ্ঞতো সঞ্ঞতুত্তমো,
অজ্বত্তরতো সমাহিতো একো সত্ত্বসিতো তমাহ্ ভিক্কুং ।
-যিনি হস্ত, পদ ও বাক্যে সর্বোত্তম সংযমী, অধ্যাত্মরত, সমাহিতচিত্ত ও সন্তোষপরায়ণ এবং যিনি অনাসক্ত, তাঁকে ভিক্ষু বলা হয় ।
৪. যো মুখসঞ্ঞতো ভিক্কু মত্তভাণী অনুদ্ধতো,
অথং ধম্মঞ্চ দীপেতি, মধুরং তস্স ভাসিতং ।
-যে ভিক্ষু বাক সংযমী ও জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন, যিনি অনুদ্ধতভাবে অর্থ ও ধর্ম ব্যাখ্যা করেন, তাঁর ভাষণ মধুর হয় ।
৫. ধম্মারামো ধম্মরতো ধম্মং অনুবিচিত্তয়ং,
ধম্মং অনুসসরং ভিক্কু সদ্ধম্মা ন পরিহায়তি ।
-যিনি ধর্ম্মে তন্ময়, যিনি সতত ধর্ম্মচিন্তা করে আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি ধর্ম্ম অনুসরণ করেন, সেই ভিক্ষু সদ্ধর্ম্ম হতে বিচ্যুত হন না ।
৬. সলাভং মা'তিমঞ্ঞেয়্য, না'ঞ্ঞেয়্যং পিহয়ং চরে,
অঞ্ঞেয়্যং পিহয়ং ভিক্কু সমাধিং নাধিগচ্ছতি ।
-স্বীয় লাভকে (স্বপ্নে হলেও) অবজ্ঞা করবে না এবং পরের লাভে স্পৃহা (ঈর্ষা) করবে না । পরের প্রতি ঈর্ষাপোষণকারী ভিক্ষুর সমাধি লাভ হয় না ।
৭. অল্পলাভো'পি চে ভিক্কু সলাভং নাতিমঞ্ঞতি,
তং বে দেবা পসংসন্তি সুদ্ধাজীবিং অতন্দিতং ।
-লাভ স্বল্প হলেও যদি কোন ভিক্ষু স্বীয় লাভকে অবহেলা করেন না, সেই শুদ্ধজীবী অতন্দ্র ভিক্ষুই দেবতাদের প্রশংসাজনক হন ।
৮. সর্বাসো নামরূপস্মিং যস্স নথি মমায়িতং,
অসতা ন সোচতি স বে ভিক্কু'তি বুচতি ।
-নামরূপময় সর্ববস্তুতে যার মমতাবোধ নেই; এদের অভাবে যিনি শোক করেন না, তিনিই ভিক্কু নামে অভিহিত হন ।
৯. মেত্তাবিহারী যো ভিক্কু পসন্নো বুদ্ধ সাসনে,
অধিগচ্ছে পদং সত্ত্বং সঙ্খারূপসমং সুখং ।
-যে ভিক্ষু মৈত্রী সাধনায় নিবিষ্ট, যিনি প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধের অনুশাসন অনুশীলন করেন, তিনি সংস্কার উপশম ও সুখময় শান্তপদ লাভ করেন ।
১০. সিঞ্চ ভিক্কু ইমং নাবং সিত্তা তে লহমেসসতি,
ছেত্ত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিব্বানমেহিসি ।
-হে ভিক্ষু! এই (জীবন) তরী সেচন কর । সেচিত হলে তোমার তরী লঘু হবে । রাগ-দ্বेष ছেদন করে নির্বাণ লাভ করবে ।

১১. পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে পঞ্চ চুত্তরি ভাবেয়ে,
পঞ্চ সঙ্গতিগো ভিক্খু ওঘাতিগো'তি বুচ্চতি ।
-পঞ্চ বন্ধন (সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ ও প্রতিঘ এই পঞ্চ বন্ধন) ছেদন কর, পঞ্চ দোষ (রূপ রাগ, অরূপ রাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা-এই পঞ্চ দোষ) পরিত্যাগ কর, আর পঞ্চ বিষয়ে (শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ গুণের) সাধনা কর । যে ভিক্ষু পঞ্চ স্কন্ধ অতিক্রম করেছেন তাঁকে প্লাবনোত্তীর্ণ বলা হয় ।
১২. ঝায় ভিক্খু মা চ পমাদো মা তে কামগুণে ভমসসু চিত্তং,
মা লোহগুলং গিলী পমত্তো, মা কন্দি দুক্খমিদন্তি ডয়হমানো ।
-হে ভিক্ষু, ধ্যান করো, প্রমত্ত হয়ো না । তোমার চিত্ত যেন কাম-গুণে (কাম্য বিষয়ে) ভ্রমণ না করে । প্রমত্ত হয়ে (নরকে) লৌহগোলক গ্রাস করো না । দুঃখাগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়ে 'হায় দুঃখ' বলে যেন ক্রন্দন করতে না হয় ।
১৩. নথি ঝানং অপঞ্জস্স পঞ্জা নথি অঝায়তো,
যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্জা চ স বে নিব্বানসত্তিকে ।
-অপ্রাজ্ঞের ধ্যান হয় না; ধ্যানহীনের প্রজ্ঞা হয় না । যাঁর ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে, তিনিই নির্বাণের সমীপবর্তী ।
১৪. সুঞ্জাগারং পবিট্ঠস্স সত্তচিত্তস্স ভিক্খুনো,
অমানুসী রতী হোতি সম্মাধম্মং বিপস্সতো ।
-শূন্যাগারে প্রবিষ্ট শান্তচিত্ত ও সম্যক ধর্ম দর্শনকারী ভিক্ষুর অপার্থিব স্বর্গীয় আনন্দ লাভ হয় ।
১৫. যতো যতো সম্মসতি খন্ধানং উদয়ব্বয়ং,
লভতি পীতিপামোজ্জং অমতং তং বিজানতং ।
-যখন যিনি স্কন্ধ সমূহের উদয়-বিলয় ধ্যান করেন তখন তিনি অমৃতজ্ঞের (নির্বাণদর্শীর) প্রীতি ও আনন্দলাভ করেন ।
১৬. তত্রায়মাদি ভবতি ইধ পঞ্জস্স ভিক্খুনো,
ইন্দ্রিয়গুত্তি সত্তট্ঠী পাতিমোক্ষে চ সংবরো,
মিত্তে ভজস্সু কল্যাণে সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে ।
১৭. পটিসম্মারবুত্সস্স আচারকুসলো সিয়া,
ততো পামোজ্জবহ্লো দুক্খস্স'ন্তং করিস্সতি ।
-প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর প্রাথমিক কর্তব্য হলো: ইন্দ্রিয় সংযম, সত্ত্বষ্ট থাকা এবং প্রাতিমোক্ষশীল পালন, শুদ্ধ জীবনযাপনকারী কল্যাণ মিত্রদের সাহচর্য করা, প্রতিসেবাশীল (সৌহার্দ্যপরায়ণ) এবং আচারকুশল হওয়া । এসবে আনন্দবহুল ভিক্ষু যাবতীয় দুঃখের অন্তসাধন করবে ।

১৮. বস্ফিকা বিয় পুপ্ফানি মন্দবানি পমুপ্ততি,
এবং রাগপ্পং দোসপ্পং বিপ্পমুপ্পেত্তং ভিক্ষবো ।
-ভিক্ষুগণ, বর্ষিকা (মল্লিকা) যেমন স্নান পুষ্প বর্জন করে, তেমনি তোমরা
রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করবে ।
১৯. সন্তকায়ো সন্তবাটো সন্তবা সুসমাহিতো,
বন্ত লোকামিসো ভিক্ষু উপসন্তো'তি বুচ্চতি ।
-যাঁর কায় শান্ত, বাক্য শান্ত এবং মন শান্ত ও সুসমাহিত হয়েছে, যিনি
লৌকিক বাসনাবিহীন হয়েছেন, সেই ভিক্ষুই উপশান্ত বলে কথিত হয় ।
২০. অন্তনা চোদয়ত্তানং পটিমাসে অন্তমত্তনা,
সো অন্তত্তো সতিমা সুখং ভিক্ষু বিহাহিসি ।
-নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজের পরীক্ষা কর । হে ভিক্ষু!
যিনি আত্মগুপ্ত (স্বরক্ষিত) ও স্মৃতিমান, তিনিই সুখে বিহার করেন ।
২১. অন্তা হি অন্তনো নাথো, অন্তা হি অন্তনো গতি,
তস্মা সঞ্ঞময়'ত্তানং অস্সং ভদ্রং'ব বাণিজো ।
-মানুষ নিজেই নিজের প্রভু, নিজেই নিজের আশ্রয় । সুতরাং বণিকের সুজাত
ভদ্র অশ্বের ন্যায় নিজেকে সংযত করবে ।
২২. পামোজ্জবহ্লো ভিক্ষু পসন্নো বুদ্ধসাসনে,
অধিগচ্ছে পদং সত্তং সত্ত্খাররুপস্মং সুখং ।
-যে ভিক্ষু বুদ্ধশাসনে প্রসন্ন ও পরমানন্দ লাভ করেন, তিনি সংস্কার উপশম
রূপ সুখময় শান্তপদ (নির্বাণ) অধিগত হন ।
২৩. যো হবে দহরো ভিক্ষু যুঞ্জতি বুদ্ধসাসনে,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তোব' চন্দিমা ।
-নিতান্ত তরুণ হলেও যে ভিক্ষু বুদ্ধের শাসন অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন,
তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় এই জগতকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন ।

ব্রাহ্মণ বর্গগো

ব্রাহ্মণ বর্গ হলো ধর্মপদের শেষ অধ্যায়। এই বর্গে ব্রাহ্মণ তথা শুদ্ধ, পুত্র-পবিত্র, সৎ, চরিত্রবান, লোভ-দেষ-মোহমুক্ত ও সাম্য-মৈত্রী-করুণা, সম, তপঃ, ক্ষমা-সরলতা, জ্ঞান ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন মানুষের সংজ্ঞা, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, কৃতিত্ব ও উপদেশ কি হওয়া উচিত তা বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তনের সময় ভারত উপমহাদেশে সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের মানুষগুলো চারটি শ্রেণীতে/বর্ণে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীর মানুষ ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। তাঁদের দাবী-ব্রহ্মার থেকে জগত সৃষ্টি হয়েছে আর তাঁদের জন্ম ব্রহ্মার মুখ থেকে। তাই তাঁরা শুদ্ধ, পবিত্র, সৎ ও শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং তাঁরা অন্য সকলের শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাওয়ার যোগ্য। একমাত্র তাঁরাই পূজা-পার্বণ-যজ্ঞে পৌরহিত্য করার অধিকারী। এমন কি ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ পূজা করলে বা এতে পৌরহিত্য করলে দেবতার ঐহগণ্ড করবেন না বলে তাঁরা প্রচার করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হলেন ক্ষত্রিয়রা। রাজ্য রক্ষা, সমাজ চালানো ও যুদ্ধবিগ্রহ তাঁদের কাজ। তৃতীয় শ্রেণীর লোক হলেন বৈশ্যরা। কৃষি, গো-মহিষ প্রভৃতি পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি তাঁদের কাজ। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোক হলেন শূদ্ররা। তাঁদের কাজ হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করা। সমাজকে এভাবে বিভক্ত করে ব্রাহ্মণেরা সমাজে আধিপত্য রক্ষা করে আসছিলেন। এই মতবাদে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ হবে অর্থাৎ উপরোক্ত কাজ-কর্ম করার অধিকার পাবে। ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করলে রাজা-মন্ত্রী-সৈনিক ইত্যাদি হবে। বৈশ্যের বংশে জন্ম নিলে কৃষি কাজ, পশু পালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার পাবে। আর শূদ্র বংশে জন্ম হলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। ব্রাহ্মণদের কাছে সংস্কৃত ছিল দেব ভাষা। সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষাতে ধর্মীয় বই লেখা নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্রদের ধর্মীয় ভাষা শেখাও নিষিদ্ধ ছিল। তারা ধর্মীয় বই ছুঁতেও পারত না। কেউ পড়লে তার ভীষণ শাস্তি হতো। এভাবে চলতে চলতে এরূপ হলো যে, ব্রাহ্মণের পুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মের সুবাদে কেউ রাগ-দেষ-মোহান্ন, কপট, অসৎ, চরিত্রহীন হলেও তাকে সমাজে শুদ্ধ, পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ বলে মানতে হচ্ছে। আর অন্যরা জ্ঞানে-গুণে-চরিত্রে উন্নত হলেও ব্রাহ্মণের অযোগ্য, অসাধু, অজ্ঞানী ও চরিত্রহীন পুত্রকে শুদ্ধ, পুত্র, পবিত্র মনে করে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে সেবা করতে হচ্ছে। এটা হলো ব্রাহ্মণ মতবাদের ফলশ্রুতি। বুদ্ধ এই মতবাদের বিরোধীতা করলেন। তিনি বললেন, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মের সুবাদে কেউ ব্রাহ্মণ তথা শুদ্ধ, পবিত্র ও শ্রদ্ধেয় হতে পারে না। শুদ্ধ, পবিত্র, শ্রদ্ধেয় ও পূজ্য হতে হলে তাকে সৎ গুণাবলী অর্জন করতে হবে। ব্রাহ্মণ বর্গে এই সৎ গুণাবলীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই জাতিভেদ প্রথা তথা আধিপত্যবাদ বর্তমানে কিছুটা শিথিল হলেও মধ্যযুগেও (হিন্দু সমাজে) প্রকটভাবে ছিল। ধর্মানন্দ কৌসম্বীর ভাষায়: “মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ এবং পাঞ্জাবের কিয়দংশ নিজেদের অধীনে আনার একশত বছরের ভিতর শঙ্করাচার্যের উদয় হইয়াছিল তাঁর বেদান্তের একটি প্রধান কথা এই ছিল যে, শূদ্ররা কখনও বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। যদি কোন শূদ্র দৈবাৎ বেদান্ত শুনিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার কান সীসা কিংবা লাক্ষা দিয়া ভরিয়া দিবে; সে যদি বেদ বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহার জিভ কাটিয়া দিবে। আর যদি সে বেদ মন্ত্র মুখস্ত করে তাহা হইলে তাহাকে একেবারে মারিয়া ফেলিবে। ইহাই তো হইল শঙ্করাচার্যের বেদান্ত।”

[ভগবান বুদ্ধ-ধর্মানন্দ কৌসম্বী, গ্রন্থকারের প্রস্তাবনা। অনুবাদ-চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য]

বাংলাদেশে মধ্যযুগেও (সেন বংশের রাজত্বকালে) শূদ্ররা ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করতে পারত না। জনাব কাজী জাফরুল ইসলাম বলেন-

“বাংলায় মুসলিম শাসন প্রবর্তন কালে বাংলায় ব্রাহ্মণদের কাছে সংস্কৃত ছিল দেবভাষা এবং বাংলাসহ ভাষা ছিল শূদ্রের (নিচ) ভাষা। সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষাতে ধর্মীয় বই লেখা নিষিদ্ধ ছিল এবং শূদ্রদের ধর্মীয় বই ছুঁতে দেওয়া হত না বলে ডঃ আবদুল করিম তাঁর Social Historyতে উল্লেখ করেছেন।”

[মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত পাল বংশের পতনের পর বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী দিলীপ বড়ুয়া প্রথম মন্ত্রী নিযুক্ত।-কাজী জাফরুল ইসলাম, দৈনিক আজাদী তাং ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯।]

বুদ্ধ ‘বসল সূত্রে’ও কর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন-

‘ন জচ্চা বসলো হোতি, ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,

কম্মনা বসলো হোতি, কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো।’

-জন্ম দ্বারা কেউ বৃষল হয় না। জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। কর্ম দ্বারা বৃষল ও কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়।

বস্তুত: কর্মে গুরুত্ব দেয়ার ফলেই পশ্চিমা দেশগুলো ও জাপান আজ শিক্ষা-সভ্যতায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প-বাণিজ্যে ও ধন-সম্পদে এত উন্নত হতে পেরেছে। অপরপক্ষে কতকগুলো দেশ জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পে কলুষিত হওয়ার কারণে পিছিয়ে রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের পর ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থানে যদিও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে পড়েছিল এবং সামাজিক শিক্ষা-সভ্যতা ও ধন-সম্পদে আজো পিছিয়ে রয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কর্মের গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়ার ফলশ্রুতিতে সে দেশের প্রতিভাবানদের প্রতিভা ও মেধা কাজে লাগানোর কারণে ভারত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিভার মূল্যায়নের ফলে ডঃ আম্বেদকরের মত প্রতিভাবান ব্যক্তির মেধা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের

সংবিধান প্রণীত হওয়ায় ইহা বিশ্বের উন্নত সংবিধান রূপে প্রশংসিত হয়েছে, এ সংবিধানের ফলে ড: জাকির হোসেন, ফখরুদ্দিন আহমেদ, সি,ভি রমণ, ড: এ,পি,জে আবদুল কালাম, প্রতিভা পাতিল প্রমুখ প্রতিভাধর ব্যক্তির ভারতের রাষ্ট্রপতির আসন অলংকৃত করে ভারতকে প্রথম সারির গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন।

মূল গাথা ও অনুবাদ

১. ছিন্দ সোতং পরক্কম্ম কামে পনুদ ব্রাহ্মণ,
সঙ্খারানং থয়ং ঞ্জা অকতঞ্জুসি ব্রাহ্মণ।
- হে ব্রাহ্মণ (সাধক), পরাক্রম সহকারে তৃষ্ণা স্রোতের গতিরোধ কর, কামনার অবসান কর। সংস্কারসমূহের ক্ষয়-রহস্য জ্ঞাত হয়ে তুমি অকৃত (নির্বাণতত্ত্ব) জেনে নাও।
২. যদা দ্বয়েসু ধম্মেসু পারগু হোতি ব্রাহ্মণো,
অথ'স্ স সবে সংযোগা অথং গচ্ছন্তি জানতো।
- যখন ব্রাহ্মণ (সাধক অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তি) দ্বিবিধ ধর্মে (শমথ ও বিদর্শনে) পারদর্শী হন, তখন তাঁর জ্ঞাতসারে সমস্ত সংযোগ (বন্ধন) ছিন্ন হয়।
৩. যস্ স পারং অপারং পারাপারং ন বিজ্জতি,
বীতদ্দরং বিসংযুক্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং।
- যার পার (ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তন, অপার (ছয় প্রকার বহিরায়তন) উভয় পারই বিদ্যমান নেই, যিনি নির্ভীক ও অনাসক্ত, আমি তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলি।
৪. ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং,
উত্তমথং অনুপ্পত্তং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং।
- যিনি ধ্যানরত, বিরজ (রজমুক্ত), কর্তব্যপারায়ণ, আসবমুক্ত এবং পরমার্থ লাভ করেছেন, আমি তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলি।
৫. দিবা তপতি আদিচ্ছো রত্তিং আভাতি চন্দিমা,
সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতি ঝায়ী তপতি ব্রাহ্মণো,
অথ সব্বমহোরত্তিং বুদ্ধো তপতি তেজসা।
- সূর্য দিনের বেলায় তাপ বিকিরণ করে, চন্দ্র রাতে আলো দান করে। ক্ষত্রিয় দীপ্তি পেয়ে থাকেন অস্ত্রসজ্জায়, ব্রাহ্মণ প্রদীপ্ত হয় ধ্যানে। কিন্তু বুদ্ধ দিবা রাত্রি সর্বক্ষণ নিজ তেজে দীপ্যমান থাকেন।
৬. বাহিত পাপো'তি ব্রাহ্মণো, সমচরিয়া সমণো'তি বুচ্চতি,
পক্বাজয়মত্তনো মলং তস্মা পক্বজিতো'তি বুচ্চতি।
- যিনি বিগত পাপ অর্থাৎ পাপমুক্ত, তিনি ব্রাহ্মণ, যিনি শমচারী, তিনি শ্রমণ।
তেমনি যিনি নিজ মল বিদূরিত করেছেন, তাঁকে প্রব্রজিত বলা হয়।

৭. ন ব্রাহ্মণস্ পহরেয়্য না'স্ মুঞ্চেথ ব্রাহ্মণো,

ধী ব্রাহ্মণস্ হন্তারং ততো ধী যস্ মুঞ্চতি ।

-ব্রাহ্মণকে প্রহার করবে না । ব্রাহ্মণও (যদি কেউ প্রহার করে থাকে) প্রহারকারীকে আক্রোশ করবে না । ব্রাহ্মণ হত্যাকারীকে (বা প্রহারকারীকে) ধিক । তার চেয়েও বেশি ধিক্কার যোগ্য হয় যে শ্রমণ প্রহারকারীকে (ক্ষমা না করে) আক্রোশ করে ।

৮. ন ব্রাহ্মণস্ সেতদকিঞ্চিৎ সেয়্যো, যদা নিসেধো মনসো পিয়েহি,

যতো যতো হিংসমনো নিবত্ততি ততো ততো সম্মতিমেব দুক্খং ।

- যদি ব্রাহ্মণ প্রিয়বস্ত্র হতে মনকে নিবৃত্ত রাখেন, তা তার পক্ষে সামান্য লাভ নহে । কারণ যে সমস্ত বস্ত্র (বা ঘটনা) হতে হিংস্র মন নিবৃত্ত হয়, সে সমস্ত বস্ত্র (বা ঘটনা) হতে যে সমস্ত দুঃখ-উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে সেসব দুঃখের নিশ্চিত উপসম হয় ।

৯. যস্ কায়েন বাচায় মনসা নথি দুক্কতং,

সংবুতং তীহি ঠানেহি তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

-কায়, বাক্য ও মনে যিনি পাপ করেননি এবং এই ত্রিবিধ স্থানে যিনি সংযত, তাঁকে ব্রাহ্মণ বলি ।

১০. যম্হা ধম্মং বিজানেয়্য সম্মাসমুদ্ব দেসিতং,

সক্কচ্চং তং নমস্ সেয়্য অগ্গিহুতং'ব ব্রাহ্মণো ।

-ব্রাহ্মণ যেরূপ অগ্নিহোত্রকে নমস্কার করে, তদ্রূপ যাঁর নিকট হতে সম্যক সমুদ্বদেশিত ধর্ম জানা যায়, তাকেও শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করবে ।

১১. ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,

যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সূটী সো চ ব্রাহ্মণো ।

-জটা, গোত্র বা জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না । যিনি সত্য ও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ ।

১২। কিং' তে জটাহি দুম্মেধ, কিং' তে অজিনসাটিয়া,

অব্ভত্তরং তে গহণং বাহিরং পরিমজ্জসি ।

-হে দুর্মেধ, তোমার জটা ধারণ কিংবা মৃগচর্ম পরিধানে কি লাভ হবে? তোমার অভ্যন্তর (মন) ক্রুদ্ধপূর্ণ, তুমি কেবল (দেহের) বহির্ভাগ পরিমার্জন করছ ।

১৩. পংসুকুলধরং জম্বুং কিসং ধমনিসমুত্তং,

একং বনস্মিং ঝায়ত্তং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

-যিনি পাংশুকুল (ধূলিমাখা জীর্ণ বস্ত্র) পরিহিত, যাঁর কৃশ কায়ে ধমনী জেগে উঠেছে এবং যিনি নির্জন বনে ধ্যানের রত, তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলি ।

১৪. ন চা'হং ব্রাহ্মণং ক্রমি যোনিজং মত্তিসম্ভবং,

ভো' বাদি নাম সো হোতি সচে হোতি সাকিঞ্চনো,

অকিঞ্চনং অনাদানং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

গাদ কেউ রাগদ্বেষাদি কলুষযুক্ত হয়, ব্রাহ্মণের গর্ভজাত হলেও আমি তাকে ব্রাহ্মণ না। সে কেবল 'ভো' বাদি অর্থাৎ সম্বোধন সূচক (হে ব্রাহ্মণ) ব্রাহ্মণ হতে পারে। যিনি ক্রেশমুক্ত (রোগ-দ্বেষাদি মুক্ত) ও নিষ্পাপ, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৫. সর্ব সংযোজনং ছেত্ত্বা যো বে ন পরিতস্‌সতি,

সংগতিগং বিসংযুক্তং তম্‌হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

—যিনি সকল সংযোজন ছিন্ন করে অকুতোভয়, সেই অনাসক্ত ও বন্ধনমুক্ত পুরুষকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৬. ছেত্ত্বা নন্ধিং বরত্ত্বং সন্দানং সহনুক্‌মং,

উক্‌খিত্তপলিঘং বুদ্ধং তম্‌হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

—যিনি ক্রোধ (নন্ধী), তৃষ্ণা (বরত্ত্বা) ও অনুষঙ্গসহ সমস্ত শৃঙ্খল (সন্দান) উৎক্ষিপ্ত করে (অর্থাৎ মোহমুক্ত হয়ে) বুদ্ধ হয়েছেন, তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৭. অক্কোসং বধবন্ধঞ্চ অদুট্টো যো তিতিক্‌খতি,

খন্তীবলং বলানীকং তম্‌হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

—যিনি পরের আক্রোশ, প্রহার ও বন্ধন অকুণ্ঠচিত্তে সহ্য করেন, ক্ষান্তিবলই যাঁর সেনাদল (অর্থাৎ যিনি ক্ষমাশীল), তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৮. অক্কোধনং বতবন্তং সীলবন্তং অনুস্‌সদং,

দন্তং অন্তিমসারীরং তম্‌হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

—যিনি ক্রোধহীন, ব্রতপরায়ণ, শীলবান, তৃষ্ণামুক্ত ও সংযত ও (পুনর্জন্ম ক্ষয় করায়) অন্তিম দেহধারী, তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

১৯. বারি পোক্‌খরপত্তে'ব আরগ্‌গেরি'ব সাসপো,

যো ন লিম্পতি কামেসু তম্‌হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

—পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু ও সূচ্যত্রস্থিত সর্ষবীজের স্থায়িত্ব প্রমাণও যিনি কাম্য বস্তুতে লিপ্ত হন না, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২০. যো দুক্‌খস্‌স পজানাতি ইধে'ব খয়মত্তনো,

পন্নভারং বিসংযুক্তং তম্‌হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

—যিনি ইহজীবনেই স্থায়ী দুঃখের ক্ষয় জ্ঞাত হয়েছেন এবং যিনি ভারমুক্ত ও সংযোজন মুক্ত, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২১. গন্তীরপঞ্ঞং মেধাবিং মগ্‌গামগ্‌গস্‌স কোবিদং,

উত্তমথং অনুপ্পত্তং তম্‌হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

—যিনি গভীর প্রজ্ঞাযুক্ত, মেধাবী, মার্গ ও অমার্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং পরমার্থ যার অধিগত, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২২. অসংসট্‌ঠং গহট্‌ঠেহি অনাগারেহি চুভয়ং,

অনোকসারিং অপ্পিচ্ছং তম্‌হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

-যিনি গৃহস্থ ও অনাগরিক (সন্ন্যাসী) উভয়ের সাথে অসংশ্লিষ্ট, যিনি আলয় বিহীন ও নিস্পৃহ, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৩. নিধায় দণ্ডং ভূতেসু তসেসু থাবরেসু চ,

যো ন হন্তি ন ঘাতেতি তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

-যিনি মৃত্যুভীত কিংবা মৃত্যুভয়াভীত (অর্হৎ) সকল প্রাণীর প্রতি দণ্ড পরিহার করেন, যিনি হত্যা কিংবা প্রহার করেন না, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৪. অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু অন্তদণ্ডেসু নিক্সুতং,

সাদানেসু অনাদানং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

- যিনি বিরুদ্ধদের (বৈরীদের) প্রতি অবিরুদ্ধ (মৈত্রীপরায়ণ), দণ্ডধারীদের প্রতি শান্ত এবং যিনি বিষয়াসক্তদের মধ্যে অনাসক্ত, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৫. যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতো,

সাসপোরি'ব আরগ্গা তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

-যার রাগ, দ্বেষ, অহংকার ও কপটতা সূচ্যগ্রহ হতে সর্ববীজের পতনের ন্যায় পতিত হয়েছে (দূরীভূত হয়েছে), তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৬. অকক্কসং বিঞ্জাপনিং গিরং সচ্চং উদীরয়ে,

যায় নাভিসজে কিঞ্চি তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

-যিনি অকক্কস (যার বাক্য দ্বারা কেউ রুষ্ট হয় না), জ্ঞানগর্ভ ও সত্য বাক্য বলেন, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৭. যো'ধ দীঘং বা রসসং বা অণুং থুলং সুভাসুভং,

লোকে অদিন্নং নাদিয়তি তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

-যিনি ইহ জগতে দীর্ঘ বা হ্রস্ব, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, ভাল বা মন্দ কোন অদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন না, তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৮. আসা যস্স ন বিজ্জন্তি অস্মিং লোকে পরম্হি চ,

নিরাসয়ং বিসংযুত্তং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

-ইহলোক ও পরলোকে যার কোন প্রত্যাশা নেই, যিনি বাসনা ও বন্ধনমুক্ত (তৃষ্ণা মুক্ত), তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

২৯. যস্সালয়া ন বিজ্জন্তি অঞ্জায় অকথং কথী,

অমতোগধং অনুপ্পত্তং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

-যার আলয় (তৃষ্ণা) নেই, যিনি জ্ঞানোদয় হেতু সংশয়মুক্ত হয়ে অমৃতে অবগাহন করেছেন, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩০. যো'ধ পুঞ্জাঞ্চ পাপঞ্চ উত্তো সঙ্গং উপচ্চগা,

অসোকং বিরজং সুদ্ধং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং।

-যিনি ইহলোকে পাপ ও পুণ্য উভয় আসক্তি অতিক্রম করে শোকহীন, নির্মল ও শুদ্ধ-শান্ত হয়েছেন, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

৩১. চন্দ্রং ব বিমলং সুদ্বং বিপ্লবস্নং অনাবিলং,

নন্দীভব-পরিক্ষীণং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

।গান চন্দ্রের ন্যায় নির্মল, শুদ্ধ, প্রসন্ন, অনাবিল, যার নন্দী (আসক্তি) ও ভব (অস্তিত্ব) অর্থাৎ জাগতিক ভোগের প্রতি আসক্তি ক্ষীণ হয়েছে, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩২. যো ইমং পলি পথং দুগ্গং সংসারং মোহমচ্চগা

ভিণ্নো পারগতো ঝায়ী অনেজো অকথং কথী,

অনুপাদায় নিব্বুতো তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

—যিনি মুক্তির পরিপন্থী দুর্গম সংসার-মোহ অতিক্রম করে পরপারে উত্তীর্ণ হয়েছেন, যিনি ধ্যানশীল, নিষ্কলুষ, সংশয়হীন, উপাদান রহিত এবং (অনুপাদিশেষ) নির্বাণপ্রাপ্ত, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৩. যো'ধ কামে পহত্বান অনাগারো পরিব্বজে,

কাম-ভব-পরিক্ষীণং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

—যিনি ইহলোকে বাসনা পরিহার করে অনাগারিক হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৪. যো'ধ তণ্হং পহত্বান অনাগারো পরিব্বজে,

তণ্হা-ভব পরিক্ষীণং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

—যিনি ইহলোকের তৃষ্ণা ক্ষয় করে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন এবং তৃষ্ণাজাত ভব ক্ষয় করেছেন, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৫. হিত্বা মানুসকং যোগং দিব্বং যোগং উপচ্চগা,

সব্ব যোগ বিসংযুক্তং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

—যিনি মানবিক বন্ধন ছিন্ন করে দিব্য বন্ধন (আসক্তি) থেকেও মুক্ত হয়েছেন, যিনি সর্ববিধ বন্ধনমুক্ত তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৬. হিত্বা রতিং চ অরতিং চ সীতিভূতং নিরুপধিং,

সব্বলোকাভিভুং বীরং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

—যিনি ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত সকল অভিলাষ পরিহার করে শান্ত ও ক্লেশমুক্ত হয়েছেন, সেই বিশ্ববিজয়ী বীরকে আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৭. চূতিং যো বেদি সত্তানং উপ্পত্তিং চ সব্বসো,

অসত্তং সুগতং বুদ্ধং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

—যিনি সর্বতোভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বিলয় রহস্য অবগত হয়েছেন, যিনি অনাসক্ত সুগত (সদগতিপ্রাপ্ত) এবং বুদ্ধ, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৮. যস্স গতিং ন জানন্তি দেবা গন্ধব্ব মানুসা,

খীণাসবং অরহন্তং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

—যার গতি দেবতা, গন্ধর্ব ও মানুষেরা জানতে পারে না, সেই তৃষ্ণা মুক্ত অর্হণ্কে

আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৩৯. যস্স পুরে চ পচ্ছা চ মজ্ঝে চ নখি কিঞ্চনং,

অকিঞ্চনং অনাদানং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

—যাঁর সামনে, পেছনে ও মধ্যখানে অর্থাৎ ভবিষ্যত, অতীত ও বর্তমানে কোন কিছু প্রত্যাশা নেই, সেই অনভিলাষী অনাসক্ত পুরুষকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৪০. উসভং পবরং বীরং মহেসিং বিজিতাবিনং,

অনেজং নহাতকং বুদ্ধং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

—যিনি ঋষভের ন্যায় শ্রেষ্ঠ বীর, মহর্ষি, মার বিজয়ী, নিষ্কলুষ, স্নাতক (ধৌত পাপ) ও বুদ্ধ, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

৪১. পূব্বে-নিবাসং যো বেদি সগ্গাপায়ং চ পস্সতি,

অথো জাতিক্ষয়ং পত্তো অভিঞ্ণাবোসিতো মুনি,

সব্ব-বোসিত-বোসানং তম্হং ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

—যে মুনি পূর্ব নিবাস (জন্ম পরম্পরা) বিদিত হয়েছেন, যিনি স্বর্গ-নরক দেখেন, যাঁর পুনর্জন্ম রহিত হয়েছে, যার অভিজ্ঞা পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যিনি সর্ববিধ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি ।

আমার গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো :

- ১। মহাকারণিক বুদ্ধ।
- ২। আধুনিক যুগপ্রেক্ষিতে বুদ্ধবাণী।
- ৩। বন্দনা-প্রার্থনা-ভাবনা।
- ৪। প্রার্থনা পদ্ধতি, বন্দনা ও প্রতিপাল্য নীতি।
- ৫। যে আমি ওই ভেসে চলে (আত্মজীবনী)।
- ৬। করুণাময়ী বিশাখা।
- ৭। আধুনিক যুগপ্রেক্ষিতে বুদ্ধবাণী-২